CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 October, 2020 ■ আগরতলা, ১২ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ২৫ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

# দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত নির্দেশিকা জারি হল রাজ্যে

## উৎসবের মরসুমে করোনা বিধি মেনে চলার আর্জি হর্ষবর্ধনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।।** আসন্ন দুর্গাপূজার সময় কোভিড-১৯ মহামারির সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজ্য সরকার গত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ একটি নির্দেশিকা জারি করেছিল। পরবর্তী সময়ে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকও উৎসবকালীন সময়ে কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গত ৬ অক্টোবর, ২০২০ সর্বসাধারণের জন্য একটি নির্দেশিকা বা স্ট্যাণ্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজার (ছঞ্জঞ্ঝ) জারি করেছে। তাই রাজ্যেও দুর্গাপূজার সময়ে কিছু অতিরিক্ত নির্দেশিকা জারি করার প্রয়োজন রয়েছে মনে করে স্টেট এগজেকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মুখ্যসচিব একটি অতিরিক্ত নির্দেশিকা জারি করেছেন সমস্ত ক্লাব/ পুজা কমিটি/ পূজা আয়োজক ও ব্যক্তিগত পূজা আয়োজকদের জন্য।

- কন্টেইনমেন্ট জোনে পূজা করা যাবে না
- প্যাণ্ডেলগুলিকে সবদিকে খোলা রাখতে হবে
- পুরোহিত মাইক্রোফোনে মন্ত্রপাঠ করবেন
- পৃথক ভাবে গ্রুপ করে সিঁদুর খেলার ব্যবস্থা
- অঞ্জলির জন্য বাড়ি থেকে ফুল আনতে হবে
- ফ্লোরে ২ মিটার ব্যবধানে স্থান চিহ্নিত করা
- শিশু, গর্ভবতী ও বৃদ্ধদের বাড়িতে থাকার পরামর্শ
- উদ্যোক্তাদের কোভিড-১৯ পরীক্ষা আবশ্যক



এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে :কন্টেইনমেন্ট জোন-এ কোন উৎসবের আয়োজন করা যাবে না। তবে কন্টেইনমেন্ট জোন-এ বসবাসকারী পরিবারগুলি যার যার বাড়িতে এই উৎসব উদযাপন করতে পারবেন।প্যাণ্ডেলে মূর্তি নিয়ে আসার সময় কোনপ্রকারের শোভাযাত্রা / নাচগান ইত্যাদি করা যাবে না।

বড় জায়গা রয়েছে এমন প্যাণ্ডেলগুলিকে সবদিকে খোলা রাখতে হবে। যদি কোন কারণে সিলিং বন্ধ করতে হয় তাহলে পার্শবর্তী দিকগুলি খোলা রাখতে হবে। আর যদি পার্শবর্তী দিক বন্ধ করতে হয় তাহলে সিলিং অবশ্যই খোলা রাখতে হবে। এন্টি পয়েন্ট থেকে দর্শনার্থীদের দাঁড়ানোর জন্য ফ্লোরে ২ মিটার (৬ ফুট) দূরত্বের ব্যবধানে স্থান চিহ্নিত করে দিতে হবে।পূজাপ্যাণ্ডেল ও তার চারপাশে শারীরিক দূরত্ব বজায়, মাস্ক পরিধান ইত্যাদি নিয়ম মেনে চলার জন্য সিসি টিভির মাধ্যমে নজরদারি রাখতে হবে। প্রয়োজনে এই সিসি টিভি-র ফুটেজ পুলিশ প্রশাসনের কাছে তুলে দিতে হবে। পুরোহিত যতটুকু সম্ভব মাইক্রোফোনে মন্ত্রপাঠ করবেন যাতে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শনার্থীরাও তা শুনতে পান। ভিড় এড়াতে অ'লি দেওয়ার জন্য ভক্তদের বাড়ি থেকে ফুল নিয়ে আসতে হবে। বিভিন্ন সময়ে ১০-১৫ জনের দলে বিভক্ত হয়ে অ'লি দেওয়া যাবে।আলাদা আলাদা সময়ে পূজা কমিটিগুলি ১০-১৫ জনের দলের জন্য পরিকল্পিতভাবে সিঁদুর খেলার আয়োজন করবেন।ক্লাব/পূজা কমিটিগুলি পূজাপ্যাণ্ডেলের নিকট কোন মেলার আয়োজন করতে পারবেন না।

৬৫ বছরের বেশি বয়সী, বিভিন্ন রোগের সমস্যা রয়েছে এমন ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা এবং দশ বছরের কম বয়সী শিশুদের বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ম পূজা আয়োজকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।যেখানে সেখানে থুথু ফেলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।প্যাণ্ডেল প্রাঙ্গণে খুব সামান্য সংখ্যায় স্টল খোলা যাবে। তবে ভিড় এড়াতে এই স্টলগুলি পূজাপ্যাণ্ডেল থেকে কিছুটা দূরে করতে হবে।সামাজিক দূরত্ব বজায়, মাস্ক পরিধান ইত্যাদি নিয়ম বলবৎ করার জন্য উপযুক্ত সংখ্যায় স্বেচ্ছাসেবক রাখতে হবে।

সমস্ত আয়োজক, পুরোহিত ও স্বেচ্ছাসেবকদের প'মীর আগেই কোভিড টেস্ট করাতে হবে যাতে তাদের মাধ্যমে কোন সংক্রমণ না ঘটে। সেজন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# স্বামিত্ব যোজনা নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি. স.)।।** সার্ভে অফ ভিলেজ এন্ড ম্যাপিং উইথ ইম্প্রভাইজ টেকনোলজি ইন ভিলেজ এরিয়া (স্বামিত্ব) যোজনার অন্তর্গত সম্পত্তির মালিকানা কার্ড সরবরাহের আনুষ্ঠানিক সূচনা রবিবার করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের গ্রামাঞ্চলে ঐতিহাসিক পরিবর্তন এনেছে এই প্রকল্প বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এই প্রকল্পের সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশের গ্রামাঞ্চলে ঐতিহাসিক পরিবর্তন এনেছে এই প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় থাকা এক লক্ষ মানুষ নিজের বাড়ি মালিকানা স্বত্বের কাগজপত্র পেয়ে গিয়েছে।মালিকানা স্বত্বের কার্ড ডাউনলোড করা পরিবারদের অভিনন্দন জানাই। লোক নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং নানাজি দেশমুখের জন্মজয়ন্তীর দিনেই মালিকানা কার্ড বিতরণ নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন এই প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ মিটে যাবে। এর পাশাপাশি ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়াও পরিবারের পক্ষে সুবিধাজনক হবে।

# করোনা ঃ দেশে আক্রান্তের সংখ্যা পার করল সাড়ে ৭০ লাখের গন্ডি

**নয়াদিল্লী, ১১ অক্টোবর।।** দেশে করোনার থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যায় সর্বোচ্চ বৃদ্ধি হলেও, আক্রান্তের সংখ্যা পার করল সাড়ে ৭০ লক্ষের গণ্ডি। সেই সঙ্গে দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে মহারাষ্ট্রকে পিছনে ঠেলে শীর্ষে উঠে এল কেরল। উৎসবের মরসুমে এই দুই পরিসংখ্যান আশঙ্কা জাগালেও স্বস্তির দিচ্ছে সুস্থতা এবং সংক্রমণের হার।

রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী, এ পর্যন্ত দেশে মোট ৭০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮০৬ জনের মধ্যে সংক্রমণ ঘটেছে। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন সাড়ে ৬০ লক্ষেরও বেশি রোগী। এই মুহূর্তে দেশে ৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৯৬ জন সক্রিয় রোগী রয়েছেন। করোনায় আক্রান্ত হলেও তা থেকে সেরে উঠেছেন ৬০ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৭৬ জন।

সুস্থতার হারে এ দিন রেকর্ড বৃদ্ধি লক্ষ করা গিয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী, এ দিন সকালে তা দাঁড়িয়েছে ৮৬.১৭ শতাংশে। করোনা-সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে যা সর্বোচ্চ। সুস্থতার হারের মতোই আশা জাগাচ্ছে পজিটিভিটি রেট বা সংক্রমণের হার। এ দিন তা ৬.৯০ শতাংশ। প্রতি দিন যত জনের কোভিড-টেস্ট হচ্ছে, তার মধ্যে যত শতাংশের সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসছে, তাকেই পজিটিভিটি রেট বা সংক্রমণের হার বলা হয়। এই হার যত নিম্নমুখী হবে, ততটাই স্বস্তিদায়ক।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশ জুড়ে ১০ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫৪৪ জনের কোভিড-টেস্ট হয়েছে। তার মধ্যে ৭৪ হাজার ৩৮৩ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন। দেশের করোনা-আক্রান্তের সংখ্যায় গত কয়েক দিন ধরেই দৈনিক ৭০ হাজারের বেশি আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। অন্য দিকে, বিশ্বের করোনা-মানচিত্রে নজর ঘোরালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ধর্মনগরের সীমান্ত গ্রামে বাড়ছে অপরাধ, উদ্বিগ্ন স্থানীয় বাসিন্দারা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।।** ধর্মনগরের ইয়াকুবপুর সীমান্তে বিএসএফের কঠোর নজরদারি উপেক্ষা করেই গরু পাচারকারীরা গরু পাচারের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।বিএসএফের ১৬৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা ইয়াকুব নগর সীমান্তে পাচারকালে ৬ টি গরু আটক করতে সক্ষম হয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা যায় পাচারকারীরা গতকাল গভীর রাতে ইয়াকুব নগর সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের চেষ্টা করছিল। বিএসএফের টহলদারি বাহিনী গঠন করে এগিয়ে যায়।

পাচারকারীদের পেছনে ধাওয়া করলে পাচারকারীরা গরু বলে ফেলে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে।পাচারকারীরা গরু বলি ফেলে চলে যাওয়ার পর বিএসএফ জওয়ানরা উদ্ধার করে। উদ্ধার করা ৬ টি গরু কদমতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ জওয়ানরা। এ ব্যাপারে কদমতলা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ইয়াকুব নগর সীমান্ত থেকে গরু উদ্ধার করা সম্ভব হলেও পাচারকারীদের আটক করতে সক্ষম হয়নি বিএসএফ জওয়ানরা।উল্লেখ্য গত বেশ কিছুদিন ধরেই ইয়াকুব নগর সীমান্ত এলাকায় কঠোর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক দফায় গরু আটক করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফের জওয়ানরা।বিএসএফের জওয়ানদের দখলদারির ফলেই এ ধরনের সাফল্য অব্যাহত রয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ইয়াকুব নগর সীমান্ত দিয়ে প্রতিনিয়ত গরু পাচার করে চলেছে পাচারকারীরা।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর পদ্মপুর গতকাল গভীর রাতে একটি বাইক চুরি হয়েছে।সংবাদপত্রে জানা গেছে একটি মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানি অফিসের সামনে রাতে তার করানো ছিল। বাইকের মালিক রঞ্জিত রুদ্রপাল রাতে অফিসের সামনে রেখেই ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুম থেকে উঠে তিনি লক্ষ করেন বাইকটি সেখানে নেই। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি তিনি ধর্মনগর থানার পুলিশকে জানান। ধর্মনগর থানায় এ ব্যাপারে একটি জিডি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এসপিও নিয়োগ চলছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।।** রাজ্য সরকার পুলিশ প্রশাসনকে আরো গতিশীল করতে ইতিমধ্যেই এসপিও নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়।সংশ্লিষ্ট নিয়োগের জন্য পুরুষ ও মহিলা প্রত্যাশী আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন। রবিবার কল্যানপুর থানা এলাকার ১৯২জন আবেদনকারীর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও শারীরিক গঠনের মাপ পরীক্ষা করা হয়। চাকুরী প্রার্থীদের এই প্রক্রিয়া চলে থানায়। প্রচুর প্রত্যাশী এদিন অংশ নেয়। তবে ব্যাপক লোক সমাগম ঘটে থানায়। এই বিষয়ে জানান কল্যানপুর থানার ওসি সন্তোষ শীল। এদিকে, উদয়পুরেও এদিন এসপিও নিয়োগের জন্য বাছাই প্রক্রিয়া চলছে।

# আঠারমুড়ায় জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ অক্টোবর।।** মুঙ্গিয়াকামী মহকুমায় জাতীয় সড়কের বেহাল দশা। যেকোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং বন্ধ হয়ে যেতে পারে জাতীয় সড়কে যান চলাচল। জানা গিয়েছে, মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীন আঠারমুড়া পাহাড়ের ৪৫ মাইল এলাকায় জাতীয় সড়কের অবস্থা অত্যন্ত করুন। কিছুদিন পরপরই সংস্কারের নামে হাজার হাজার টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ হচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

রাজ্য পূর্ত দপ্তরের সবকিছু জানা থাকা সত্বেও এক প্রকার উদাসীন মনোভাব। প্রতিবছরই কিছুদিন পর পর রাস্তার বেহাল অবস্থা হয়। আজও তার ব্যতিক্রম হল না। দাবী উঠেছে রাস্তা সংস্কারের। নয়তো আগামীদিনে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এমনই আশঙ্কা করছেন যানবাহন চালকরা। পণ্য বোঝাই লরি চালকরা জীবনের ঝুকি নিয়ে জাতীয় সড়কে যানবাহন চালাচ্ছেন। তারা অবিলম্বে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যাতে জাতীয় সড়কের সংস্কার করা হয়।

# শিশুকন্যাকে ধর্ষণের দায়ে গ্রেপ্তার টিএসআর জওয়ান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।।** বিশালগড় এর নেহাল চন্দননগরে ১০বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত টি এস আর জোয়ানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত জোয়ানের নাম বাবুল দাস।সে টিএসআরের ১১ নম্বর ব্যাটেলিয়ান গোকুলনগর এ কর্মরত ছিল।

সম্প্রতি নেহাল চন্দননগরে ১০ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে পরিবারের তরফ থেকে বিশালগড় থানায় অভিযুক্ত জওয়ানের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশালগড় থানার পুলিশ নেহাল চন্দ্রনগর এলাকা থেকেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়।আদালত থেকে তাকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়।

ধর্ষিতার পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে অভিযুক্ত জোয়ানের পক্ষ থেকে ঘটনাটির মীমাংসা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ধর্ষিতার পরিবার কোনভাবে আপস-মীমাংসা রাজি না হওয়ায় তাদেরকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এ ধরনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# করবুকে প্রতিবেশীদের সংঘবদ্ধ হামলায় গুরুতর আহত পিতা-পুত্র

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।।** গোমতী জেলার করবুকে ঝরঝরিয়া রাজ্জাক পাড়ায় সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় পিতাপুত্র গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত পিতা-পুত্রকে নতুন বাজার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

পূর্ব বিরোধের জেরে এই হামলার ঘটনা বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।এ ব্যাপারে নতুন বাজার থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। সংবাদপত্রে জানা গেছে রাজ্জাক পাড়ার পিতা-পুত্রের ওপর প্রতিবেশীরা সঙ্ঘবদ্ধ হামলা চালায়। সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় পিতাপুত্র গুরুতরভাবে আহত হন।

স্থানীয়রা আহত পিতা-পুত্রকে উদ্ধার করে নতুন বাজার হাসপাতালে নিয়ে যান। তারপরে নতুনবাজার থানায় পরিবারের তরফ থেকে অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে সুনিদৃষ্ট মামলা দায়ের করা হয়।পূর্ব শত্রুতার জেরে প্রতিবেশীরা তাদের ওপর সঙ্ঘবদ্ধ হামলা চালিয়েছে বলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য তৎপরতা শুরু করেছে। ঘটনার পর থেকে তারা পলাতক বলে জানা গেছে।

# রাজ্যে এলেন নাগরা, কংগ্রেস নেতাদের সাথে বৈঠকে হবে ভবিষ্যত কর্মসূচি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।।** অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ইনচার্জ কুলদীপ সিং নাগরা রাজ্য সফরে এসেছেন।রাজ্য সফরকালে তিনি আগরতলায় কংগ্রেস ভবনের কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির উত্তর-পূর্বাঞ্চল ইনচার্জ কুলদীপ সিং বলেন আগামী দিনে কংগ্রেস দলকে মজবুত করার লক্ষ্যেই তিনি রাজ্য সফরে এসেছেন।নারী সুরক্ষা এসব স্বার্থ সুরক্ষা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে কংগ্রেস দল বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের কঠোর সমালোচনা




করেছেন কংগ্রেসের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ইনচার্জ কুলদীপ সিংহ নাগরা। দলীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ইনচার্জ বলেন অতীতের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি হলে সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে। সংগঠনকে মজবুত করতে সকল স্তরের নেতাদের এগিয়ে আসার জন্যও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

# ধলাই জেলা হাসপাতালে রোগীর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ অক্টোবর।।** ধলাই জেলার জেলা হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা মায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর মিলছে। মৃত মহিলার নাম তানিয়া দাস।স্বামীর নাম রঞ্জিত বণিক। সংবাদসূত্রে জানা গেছে জ্বর এবং প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট হওয়ায় তাকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে প্রথমে তাকে করোনা টেস্ট করানো হয়।

করুণা নেগেটিভ রিপোর্ট আসে।তারপরও চিকিৎসকরা চিকিৎসার উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা করেননি বলে পরিবারের লোকজনদের অভিযোগ।বিনা চিকিৎসায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় হাসপাতালে ফেলে রাখা হয় ওই রোগীকে। প্রচন্ড শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ১১ ◻ ১২ অক্টোবর ২০২০ ইং ◻ ২৫ আশ্বিন ◻ রবিবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

## প্রাণে নতুনের সঞ্চার

মানুষের শারীরবৃত্তীয় কাজ স্বাভাবিক রাখিতে গেলে যেমন দেহে কখনো কখনো নতুন রক্ত সংবহন প্রয়োজন হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি সংগঠন ,প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে পুরনো বার্ধক্য স্থবিরতাকে বিদায় দিয়া প্রাণে নতুনের সঞ্চার করিতে হয়।পুরানোকে দূরে সরাইয়া দিয়া নতুনের আহ্বান করিতে গিয়া যুগে যুগে প্রবীণ-নবীন এর বিরোধ সর্বকালেই প্রকাশ্যে আসিয়াছে।আবার কখনো কখনো অবশ্য নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে এগিয়ে চলিবার গতিকে প্রানবন্ত রাখিতে চেষ্টার ত্রুটি না থাকিলেও তা কোনোভাবেই এক সুতোয় বাধা যায় না। আর এই বিরোধ কখনো কখনোএমন পরিস্থিতি তৈরি করিয়া দেয় যাহা প্রতিষ্ঠানের ,সংগঠন বা দলকে কার্যত অস্তিত্বের কঠিন সংকটের দ্বারপ্রান্তে ঠেলিয়া দেয়।রাজনীতিতে নবীন-প্রবীণের এই বিরোধ এবং ভেদাভেদ বহুকাল ধরিয়া প্রকাশ্যে পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এই বিরোধ সর্বত্রই তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে।ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কথাই যদি বলা হয় তবে দেখা যাইবে ভারতের সর্বপ্রাচীন রাজনৈতিক দল কংগ্রেসে এই প্রবীণ-নবীন বিরোধ দীর্ঘকাল ধরিয়া শুরু হইয়াছে। এই বিরোধ প্রকৃতপক্ষে নবীন বনাম প্রবীণের আধিপত্যবাদের লড়াই।দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান যে ধারা কংগ্রেসের হাত ধরিয়া শুরু হইয়াছিল সেই দিন নেতাজী সুভাষ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পট্টভি সীতা রামাইয়া কে ময়দানে নামাইয়া মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কংগ্রেসের অন্দরে যে তীব্র টানাপোড়েন শুরু করিয়াছিলেন শতবর্ষ পরেও কংগ্রেসের অন্দরে সেই অশান্ত পরিস্থিতির রেশ আজো কাটে নাই। শুধু কংগ্রেস দলের নয় ,এই ক্ষমতা দখলের লড়াই ও ছোঁয়াচে রোগ ডান বাম সব দলেই সমান মাত্রায় চোখে পড়িতেছে। সব দলই ভোটারদের আকৃষ্ট করিবার জন্য তাদের গঠনতন্ত্রে ,সংস্কারপন্থী চিন্তায় নতুন রক্তের আমদানির কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবে তার বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে।নবীন নেতাদের সামনের সারিতে উঠিয়া আসিবার সুযোগ নাদিয়া প্রবীণ দলের ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া রাখিবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন।এই ধরনের রাজনৈতিক প্রয়াস এর ফলে দেশের তরুণ সমাজ রাজনীতির পাদপ্রদীপের তলায় আসীন হইতে পারিতেছে না। ৬০বছর বয়সে যদি সরকারি চাকরির সময়সীমা শেষ হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে বাধা কোথায়, সেই প্রশ্ন কিন্তু স্বাভাবিক হইয়া উঠিতেছে। প্রকৃতপক্ষে তরুণ সমাজের হাতে দেশের শাসনভার তোড়িয়া দিবার ক্ষেত্রে প্রবীণ নেতারা অনাগ্রহী।সেই কারণেই প্রবীণ নেতারাই দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ আঁকড়াইয়া ধরিতে সদা সচেষ্ট থাকেন। আর সেই কারণেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অন্দরে প্রবীণ এবং নবীন এর লড়াই অব্যাহত রহিয়াছে। যতদিন পর্যন্ত এই ক্ষমতার লড়াই অব্যাহত থাকবে ততদিন পর্যন্ত দেশ কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিবে না। প্রবীনদের অভিজ্ঞতার নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। তাই সবক্ষেত্রেই প্রবীনদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করিতে হইবে সেই বিষয়টিও কিন্তু সঠিক পদক্ষেপ এর বিষয় হইতে পারে না। নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।অন্যথায় রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে যে বিরোধ শুরু হয়ে আছে তাহা আগামী দিনে আরো কঠোর থেকে কঠোরতর আকার ধারণ করিতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞান কে বিশ্বাস করিলে নবীনদের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা তুলিয়া দিবার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। দেশের সবকটি রাজনৈতিক দলকেই এই বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। অবশ্য এই কথা মনে রাখিতে হইবে নবীনদের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হইলেও প্রবীনদের অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শ গ্রহণ করিয়া দেশ পরিচালনা করিতে হইবে।নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে ঘটানো সম্ভব না হইলে দেশ পরিচালনার সঠিক দায়িত্ব পালন করা কোনদিনও সম্ভব হইবে না। শুধুমাত্র দেশ পরিচালনায় নয় রাজনৈতিক দলগুলি কেউ সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হইবে না। গোটা দুনিয়া জুড়ে সময়ের সঙ্গে তাল মিলাইয়া সকলকেই সময়োপযোগী করিলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং দেশের সরকার সঠিক পথে পরিচালিত হইবার সুযোগ পা ইবে।

## বঙ্গের রাজভবনে শিখ প্রতিনিধি দল

কলকাতা, ১১অক্টোবর (হি. স.): বিজেপির নবান্ন অভিযান এর পাগড়ী বিতর্ক ঘিরে তুঙ্গে রাজ্য রাজনীতি। এর মধ্যেই রবিবার দিল্লির শিখ প্রতিনিধিদল রাজভবনে দেখা করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে।

এদিন দিল্লির শিখ প্রতিনিধি দল বিমান বন্দরে নেমেই প্রথমে হাওড়া থানায় যায়। সেখান থেকে তারা যায় রাজভবনে। এদিন রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে দু পাতার চিঠি দিয়েছে শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংগঠন। চিঠিতে তারা মূলত জানিয়েছে অভিযুক্ত যে পুলিশ ওই বলবিন্দর শিরনামে যুবকের পাগলি খুলে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে রাজ্য প্রশাসন কে। একই সঙ্গে তারা জানিয়েছে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রী বা শাসক দলের সঙ্গে তাদের কোনও বিরোধ নেই। অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীরা যাতে শাস্তি পায় সেই আবেদন করেছেন তারা। সংগঠনের তরফে মঞ্জিন্দর সিং সিরসা জানিয়েছেন, 'সরকার চোখ তুলে তাকাক। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য যা করণীয় তা আমরা করব।' সঙ্গে অভিযোগ জানিয়ে মানজিন্দর সিং জানান, 'রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর বিষয়টিকে সমর্থন জানিয়ে টুইট করেছে সেটা মেনে নেওয়া যায় না। বলবিন্দারের পাগড়ি টেনে খোলা, চুল টেনে তাকে নিয়ে যাওয়া এসব কিছুই কি আইনত? আমরা এত বড় নই যে কাউকে ক্ষমা চাইতে বলব কিন্তু এটা মানুষের বিবেকের উপর নির্ভর করে।' একইসঙ্গে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পুরো বিষয়টির সঠিক তদন্ত করার আবেদন জানান।

পাশাপাশি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানার কারণে ২৯৫ ধারায় মামলা হওয়া উচিত বলেও দাবি জানানো হয় ধর্মীয় সংগঠনের তরফ থেকে।

## করোনা আক্রান্ত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক

কলকাতা, ১১ অক্টোবর ( হি স): সংকটজনক করোনা আক্রান্ত বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা। আইসিসিউতে অক্সিজেন সাপোর্টে রাখা হয়েছে অভিনেতাকে এমনটাই খবর বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে। গত মঙ্গলবার পরিবারের সদস্যরা বেলা ১১টা নাগাদ অভিনেতাকে ইএম বাইপাসের ধারে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করে করোনা আক্রান্ত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। তবে বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে খবর, বর্তমানে সংকটজনক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা। ফের প্লাসমা থেরাপি দেওয়া হয় অভিনেতাকে।বুকের সিটিস্ক্যানে সামান্য সংক্রমণ মিলেছে। সোমবার এমআরআই করার সম্ভাবনা। আইসিসিইউতে অক্সিজেন সাপোর্টে রাখা হয়েছে। তবে, মস্তিষ্কের সিটিস্ক্যানের উদ্বেগজনক কিছু মেলেনি। অন্যদিকে, হাসপাতাল সূত্রে আরও খবর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মেডিক্যাল টিমে দুই সরকারি চিকিৎসকের অন্তর্ভুক্তি। গত মঙ্গলবার সকালে অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে ভর্তি করা হয়েছে ইএম বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে। যখন অভিনেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তখন মৃদু জ্বর নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। হাসপাতালে ভর্তির পর তার জ্বর কমে যায়।

# সুপ্রিম কোর্টের শুনানির দিকে তাকিয়ে লক্ষ লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত

**ত্রিদিব রঞ্জন ভট্টাচার্য**

চার বছর আগে ৪ অক্টোবর ২০১৬-তে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অর্গানাইজেশনের (ইপি এফও) পেনশনভোগীরা পুরো বেতনের ভিত্তিতে (পেনশনযোগ্য বেতনের সীমার (৬৫০০ টাকা) অতিরিক্ত বেতনের ওপর), পেনশন পাবার আশায় বুক বেঁধেছিলেন। ইপিএফও শীর্ষ আদালতের রায়ের মান্যতা দিতে ২০১৭-র ২৩ মার্চ একটি নির্দেশিকা জারি করে। আর এত পেনশন বৃদ্ধির সুযোগ সত্যিই আসছে ভেবে আধা সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংস্থার কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত উৎফুল্ল হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁরা বুঝতে পারেননি তাঁদের দীর্ঘ ১০/১২ বছরের আইনি লড়াই জিতলেও কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের অন্তর্গত এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট পাণ্ড অর্গানাইজেশন বা কর্মি ভবিষ্যনিধি সংগঠন এই রায়কে সার্বিকভাবে কার্যকর না করার জন্য কত পথ হাঁটতে পারে। আর শুধু এই সংস্থাই কেন, কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক তথা কেন্দ্রীয় সরকারের সুপ্রিম কোর্টের রায় বাস্তবায়িত করার আগ্রহও কতটা তা নিয়ে বিভিন্ন মহল সন্দিগ্ধ। মোদি সরকারের এই অনাগ্রহের কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে সংসদের প্রশ্নোত্তরের জবাব বা বিভিন্ন মন্ত্রক থেকে পাওয়া আরটিআই-এর জবাবে। আর শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী দফতর এই বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কিনা, এই প্রশ্নের জবাব দিতে ও তাঁরা নারাজ।

সুপ্রিম কোর্টে ও বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টে ধাক্কা খেলেও শ্রমমন্ত্রক বা ভবিষ্যনিধি সংগঠনের পেনশন বৃদ্ধির বিষয়টি ভেস্তে দেবার তৎপরতা শেষ নেই। শীর্ষ আদালতের সর্বশেষ রায় (১.৪.১৯) পুনরায় বিবেচনার জন্য আবার তারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ। শ্রমমন্ত্রকের দায়ের করা এসএলপি (সি) (১৬৭১২/২০১৯) এবং ভবিষ্যনিধি সংগঠনের দায়ের কার রিভিউ পিটিশন (১৪৩০-২০১৯) বহুদিন বাদে এ মাসের ১৬ অক্টোবর শীর্ষ আদালতেরতিন সদস্যের বিচারপতি বেঞ্চে শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। আর শুধু এই দুটি মামলাই নয়, বর্ধিত পেনশন, ইপিএফও'র জারি কার কয়েকটি নির্দেশিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বেশ কয়েকটি সংস্থার কর্মীদের দায়ের করা বিভিন্ন মামলাও রিভিউ পিটিশন, এসএলপি'র সঙ্গে শুনানি হবে বলে বিচার পতিরা নির্দেশ দিয়েছেন। এই সপ্তাহে শুনানি শুরু হলেও তা কতটা দীর্ঘায়িত হবে তা বলা এক্ষুনি সম্ভব নয়। কিন্তু এই রায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন ইপিএফ'র লক্ষ লক্ষ সদস্য কর্মী এবং পেনশনভোগীরা। অনেকের আশঙ্কা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শুনানি স্থগিত রাখার প্রচেষ্টা হতে পারে ইপিএফও'র তরফে।

সরকার এবং ইপিএফও কেন আবার মামলা করল আমরা সে প্রসঙ্গে আসব। কিন্তু, তার আগে আমরা আলোচনা করব বিভিষ্যনিধি সংগঠনের পেনশনভোগীরা কত পেনশন পান, তাদের সংখ্যা কত ইত্যাদি বিষয়ে কারণ এ সম্পর্কে অনেকের ধারণা নেই। অনেকেই ভাবেন পেনশন পান তাহলে তাঁরা মোটা টাকাই পান। বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা এ কথা জানেন না অনেকেই। আর এই প্রসঙ্গে পেনশনভোগীদের বর্ধিত পেনশনের দাবি খারিজ করতে ইপিএফও কি অস্ত্রে এখন শান দিচ্ছে তার আলোচনা করব ছোট করে। এই অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ভবিষ্যনিধি সংগঠনের পেনশনভোগী ৬৭,৫৯,২০২ জন।

**পেনশন কত?**

ভারত সরকারের পেনশন ও পেনশনভোগীদের কল্যাণ দফতরের আপনার জানা প্রয়োজন (You need to know) এই বিজ্ঞাপনটির অনেকেরই হয়ত নজরে এসেছে। বিজ্ঞাপন বলছে ৭ ম পে কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর করার পর একজন অবসপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীর মাসে ন্যূনতম মাসিক পেনশন ৯ হাজার টারা। আর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের এলাকার বাইরে থাকলে চিকিৎসা ভাতা হিসাবে মাসে আরও এক হাজার টাকা অন্যদিকে আধা সরকারি সংস্থা (কেন্দ্রও রাজ্য দুইই) বেসরকারি সংস্থার অবসরপ্রাপ্তরা ইপিএফ থেকে ন্যূনতম পেনশন পান মাত্র এক হাজার টাকা। মহার্ঘভাতা, চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদির কোনও প্রশ্নই নেই। সারা জীবন একই হারে পেনশন।

ন্যূনতম পেনশনের কথা হলো এবার সর্বোচ্চ পেনশন কত হতে পারে তার একটা নমুনা। তবে এই সর্বোচ্চ পেনশন বর্তমান পেনশনভোগীরা কেউই পান না। যাদের বেতন ৩০/৪০ হাজার টাকা ছিল, ১৫/২০ বছর চাকুরি করে অবসর নিয়েছেন, তাদের পেনশন মোটামুটিভাবে দুই হাজার টাকার মধ্যেই ঘোরা ফেরা করে। ১৫,০০০ টাকার সীমায় কোন ব্যক্তি মূল বেতন ও মহার্ঘভাতা মিলিয়ে চাকুরি জীবনের শেষের ৬০ মাস যদি মাসে ৪০ হাজার বেতন পান, ২০ বছর চাকুরি করার পর ৫৮ বছর অবসরনেন তবে তাঁর সর্বোচ্চ পেনশন হবে ৪২৮৫ টাকা। আর ৬৫০০ টাকা বেতনের সীমায় ৩৫ চাকরি করে অবসর নিলে সর্বোচ্চ বেতন হতে পারে ৩২৫০ টাকা। একজন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীর ন্যূনতম বেতনের সঙ্গে সর্বোচ্চ বেতনের ফারাক কাউকে নিশ্চয় আলাদাভাবে বলতে হবে না।

**নায় অস্ত্র**

শ্রমিকদের জন্য সংগঠন হলেও পেনশন বৃদ্ধির সুযোগ কার্যকর করার ব্যাপারে ভবিষ্যনিধি সংগঠনের ভূমিকা কখনও সদর্থক নয়। ২০১৭-র ২৩ মার্চ বর্ধিত পেনশন দেবার বিষয়ে যে নির্দেশিকার জারি করা হয়েছিল তা ছিল অস্পষ্ট। পরবর্তীকালে ১.৬.২০১৮ তারিখের সদর দফতরের নির্দেশিকায় বর্ধিত হারে পেনশন দেবার প্রক্রিয়া আরও জটিল করে তোলে। আর এই অস্পষ্টতার কারণে কোন কোন আঞ্চলিক অফিস বর্ধিত পেনশন মঞ্জুর করার ব্যাপারে এগিয়ে এলেও কলকাতা সহ কয়েকটি আঞ্চলিক অফিস নির্দেশিকার কিছু ব্যাখ্যা চায়। কিন্তু সদর দফতরের উদাসীনতায় হাজার হাজার পেনশনভোগী বর্ধিত পেনশন থেকে বঞ্চিত হন। শেষ পর্যন্ত গত বছরের ২২ জানুয়ারি সদর দফতর থেকে অস্পষ্টতা দূর করে আদেশনামা দের করা হয়। কিন্তু এই আদেশ প্রত্যাহার করতে সময় লাগে ১৫ দিন। কেরল হাইকোর্টের রায়ের কথা উল্লেখ করে (W P C) -১৩১২০/ ২০১৫) ৭ ফেব্রুয়ারি (২০১৯) সেই আদেশ তুলে নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ২০১৭ থেকে এ বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত পেনশনের সুযোগ না পেয়ে জীবন থেকেই অবসর নিয়েছেন ১ লক্ষ ৬৪ হাজার পেনশনভোগী শুরু হয় অপশন দেওয়া নিয়ে নতুন অস্ত্রের শান দেওয়া। প্রথম প্রথম প্রফিডেন্ট ফাণ্ড আইনের ২৬(৬) এবং ১৯ (৩) ধারা অনুসারে জয়েন্ট অপশন দেওয়া/ অনুমোদন নেওয়া নিয়ে বিভিন্ন

প্রশ্ন তুলে বর্ধিত পেনশনের আবেদন ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছিল। আর এখন সদর দফতর থেকে গত মাসের ১৬ সেপ্টেম্বর এক নির্দেশিকার বলা হয়েছে যে (১৯ (৩) ধারা অনুসারে কর্মজীবনের মধ্যে অপশন না দিলে তাদের বর্ষিত পেনশন (পুরো বেতনের ভিত্তিতে) মঞ্জুর করা হবে না। অর্থাৎ অবসরপ্রাপ্তরা এখন আর কোনও অপনশন দিতে পারবেন না।

**এক সরকার দুই নীতি**

একই সরকারের দুই মন্ত্রকের একই বিষয়ে বিপরীতমুখী দুই রকম সিদ্ধান্ত হতে পারে কি? প্রশ্ন অবসরপ্রাপ্তদের। এ প্রসঙ্গে তাঁরা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের অধীনস্থ ডিপার্টমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল সার্বিসের একটি নির্দেশিকার কথা তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে বিভিন্ন সরকারি ইনস্যুরেন্স কোম্পানির অবসরপ্রাপ্তদের পেনশের বিষয়ে নতুন করে অপনশ দেবার বিষয়ে জিএসআর ৩২৪ই) গোজেট প্রকাশিত হয়েছে এই বছরের এপ্রিলের ২৩ তারিখে। ইনস্যারেন্স সেক্টরের কর্মীরা এই সুযোগ পেলে শ্রমমন্ত্রকের অধীনস্থ ইপিএফ'র অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা এই সুযোগ পাবেন না কেন? প্রশ্ন উঠছে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে আরটিআই করেও কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি বলে প্রকাশ। এবার আসা যাক মামলার কথায়। আলোচনার শুরুতেই আমরা দুটো মামলা যা আগামী ১৬ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হবার কথা বলেছিলাম আমরা আসছি সে প্রসঙ্গে। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার বা ইপিএফও'র দায়ের করা এই দুইটি মামলাই নয়, এই মামলার সঙ্গে শোনা হবে বিভিন্ন সংস্থার বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্তদের দায়ের করা আরও কয়েকটি মামলার।

এই মামলার বিষয়ে যাবার আগে আমাদের জানতে হবে ২০১৪ সালের ২৯ আগস্ট ভবিষ্যনিধি সংগঠনের জারি করা নির্দেশিকার কথা। এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল ২০১৪ সালের ১ সেপ্টেম্বরের পর যারা নতুন চাকরি পেয়েছেন এবং বেসিক ও মহার্ঘভাতা মিলিয়ে বেতন ১৫০০০ হাজার টাকার বেশিতাঁরা এমপ্লয়িজ পেনশন স্কিমে যোগ দিতে পারবেন না। এছাড়াও ২০১৪-র ১ সেপ্টেম্বরের পরে যাঁরা অবসর নেবেন তাদের ক্ষেত্রে পেনশনযোগ্য বেতনের হিসাবে ৬০ মাসের গড় কথা বলা হয় (আগে ছিল ১২ মাস) আরও কিছু পরিবর্তন করে জি এসআর ৬০৯ (ই) প্রকাশ করা হয়।

এই সংশোধনীতে আপত্তি তুলে কেরল হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। ২০১৮-এর ১২ অক্টোবর কেরল হাইকোর্ট জিএসআর ২০৯(ই) তে এমপ্লিয়িজ পেনশন স্কিমের যেসব সংশোধন করা হয়েছিল তা বাতিল করে দেয়। কেরল হাইকোর্ট রায়ে পরিস্কার করে জানিয়ে দেন কর্মীরা তাঁদের পুরো বেতনের ওপর ১৫ হাজার সীমার বাইরে) ইচ্ছে করলে অনুদান দিতে পারবেন এবং অপশন দেবার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে যে বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে তা 'খাম খেয়ালি' মাত্র (Arhitory)। প্রশঙ্গে উল্লেখ্য শুধু কেরল হাইকোর্ট নয়, বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টের রায়ও ভবিষ্যনিধি সংগঠনের পক্ষে যায়নি। কেরল হাইকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চের এই রায়ের বিরুদ্ধে ইপিএফও দেশের শীর্ষ আদালতে যায়। ভবিষ্যনিধি সংগঠন ২০১৮-র ১২ অক্টোবর কেরল হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে যে এসএলপি (৮৬৫৮-৮৬৫৯/ ২০১৯) দাখিল করেছিল সুপ্রিম কোর্ট গত বছরের ১ এপ্রিল প্রকৃতপক্ষে এককথায় খারিজ করে দেন। ইপিএফও আবার আদালতের দ্বারস্থ। বক্তব্য ১.৪.২০১৯ -এর শীর্ষ আদালতের রায় পুনর্বিবেচনা করা হোক। বর্ধিত হারে পেনশন দেবার আর্থিক সঙ্গতি নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে কর্মী সংগঠন বা মামলাকারীদের অনেকেরই বক্তব্য ভবিষ্যনিধি সংগঠন যেভাবে তাদের আর্থিক ছবি তুলে ধরছে তা ঠিক নয়। এর মধ্যে অনেক কিছু গোপন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

আর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে শ্রমমন্ত্রক যে এসএলপি (১৬৭২১-২২/১৯) দায়ের করেছে সেখানে আবার কেরল হাইকোর্টের ১২.১০.২০১৮ তে দেওয়া রায় পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করা হয়েছে। (এই রায় শীর্ষ আদালত ১.৪.২০১৯-এর রায়ে বহাল রেখেছেন)

ইপিএফও বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা, ও ৪২টি রিট পিটিশন শীর্ষ আদালতে এসেছিল দুই সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চে গত ৬ ফেব্রুয়ারিতে। এই বেঞ্চ ইপিএফও পেনশন সংক্রান্ত মামলা চূড়ান্ত নিস্পত্তির জন্য তিন সদ্যস্যের বেঞ্চে পাঠানোর নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য বিভিন্ন হাইকোর্টে বর্ধিত পেনশন, অপশন, ইত্যাদি মামলা ঝুলে আছে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন । এবং শ্রমমন্ত্রকের দায়ের করা এসএলপি'র চূড়ান্ত নিস্পত্তির ওপর। ইপিএফও বিভিন্ন হাইকোর্টে এই মামলা দুটির কথা উল্লেখ করে শুনানি স্থগিত রাখতে সচেষ্ট। আর বর্ধিত পেনশনার আবেদনও বিবেচনা স্থগিত রেখেছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

## হাঁচি দিলেই মনে হয় এই বুঝি এলো....

**নারায়ণ দাস**

এখন সবার মনের কথা একটিই—কবে আবার স্বাভাবিক জীবন শুরু হবে। করোনার প্রকোপ কমবে। মানুষের স্বস্তি মিলবে, দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের অবসান হবে। যানবাহন চলবে---মানুষ ভয় ভীতিহীন চলাচল শুরু করতে পারবে। যাঁরা বয়সের ভারে ক্লান্ত, অবসন্ন, ওষুধের জোরে এখনও বেঁচে আছেন, তাঁদের মনেই করোনা আতঙ্কটা বেশি। আশি ছুঁই ছুঁই একজন বৃদ্ধ, এখন হাঁটা চলায়, কথাবার্তায়, বয়সের ছাপ নেইষ বললেন, 'জীবন-সায়াহ্নে এই পিরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে, তা তাঁর কল্পানার বাইরে ছিল। এখন শুধু একই চিন্তা, একই ভাবনা। একটা হাঁচি দিলেই মনে হয়, এই বুঝি ওই ভয়ঙ্কর চেহারার ভাইরাস আক্রমণ করল।

সবচাইতে পরিতাপের কী জানানে? এই মারণ রোগের চিকিৎসায় হাসপাতালে গেলে কোনও আপনজনের মুখ দেখা যাবে না। কেউ বলার থাকবে না, 'ভয় নেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন'। মৃত্যু হলেও আপনজনেরা---স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, কেউ দেখতে আসবে না, দেহও তুলে দেওয়া হবে না তাঁদের হাতে। এমন হৃদয় বিদারক ঘটনা কারওর কপালে যেন না ঘটে। বৃদ্ধের দু'টি চোখ জলে ভরে এলে। সেদিন সকালে হাঁটতে হাঁটতে বারাকপুর স্টেশনে গিয়েছিলাম। একদা যাত্রীভিড়ে হইহই, এটা যে রেল স্টেশন বোঝার উপায় নেই। শুনশান,—এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে একটি ট্রেন দাঁড়িয়ে। বলা হল এটিতে কয়েকটি 'আইসোলেশন' কামরা রয়েছে। যদি কেউ

আক্রান্ত হয়, এখানে রাখা হবে। চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে পদাতিক এক্সপ্রেসকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। কবে এখানে এসে তার যাত্রা ভঙ্গ হয়েছে কে জানে? এই হেরিটেজ স্টেশনটি আবার কবে যাত্রী সমাগমে গমগম করবে? সবই অনিশ্চিত। এই স্টেশন থেকেই নিত্যযাত্রী হয়ে কলকাতায় আসার কর্মস্থলে যাওয়া। তাও হল প্রায় ষাট বছরের কাছাকাছি। কাজে ছেদ পড়েনি---তাই এখনও যাই। আবার কবে যেতে পারব?

দিনের শুরুতে মনে হয় না, এই শিল্প শহরে লকডাউন চলছে। বারাকপুর বারাসত রোডের ধারে ধারে নানা সম্ভারের দোকান খুলে বসেছে অনেকেই। অটো চলছে, টোটো চলছে, রিকশা চলছে—তবে সংখ্যায় কম। কম যাত্রীও। সবার মুখেই মাস্ক। অদূরেই বারাকপুর পুরসভা পরিচালিত নোনা চন্দনপুকুর বাজার—এই অঞ্চলের সবচাইতে বড় বাজার। অনেক চেষ্টার পর, এখন বাজারে ক্রেতাদের ভিড় কিছুটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা হয়েছে। সন্ধ্যায় শুরু হয় পুলিশের দাপাদাপি। তখন তারা অতি সক্রিয়। সম্প্রতি একজন বয়স্ক একাকি বাড়িতে থাকা নাগরিকের আয়াকে আটকে দেয় পুলিশ। সে তখন সেন্টারের দেওয়া পরিচিতি পত্র দেখায়। তবুও তাঁকে বলা হয় এসব কার্ড টাড মানি না, কাল যেন দেখতে না পাই। এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ হোম ডেলিভারি চলবে, আয়ার কাজে যাঁরা করেন, অসুস্থ ও প্রবীণ মানুষের সাহায্যার্থে তাঁদের কাজে বাধা দেওয়া চলবে না। আবার পুলিশের বালো কাজের নজিরও মেলে। একটি ওষুধের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একজন বাইক আরোহী। তাঁর মুখে মাস্ক নেই। পুলিশ এলো ধরে নিয়ে গেল। যুবকটির মিনতি কাজে দিল না। এই শহরের কয়েকটি অঞ্চলে করোনার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। সেই অঞ্চলগুলি সিল করে দেওয়া হয়েছে অঞ্চলবাসীদের গৃহবন্দি থাকতে হবে। আক্রান্তের চিকিৎসাধীন। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। নিত্যপ্রয়োজীয় জিনিসের মূল্য লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে— বাড়ছে ফড়েদের দাপট। এখন লকডাউনের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিচায় সাধারণ মানুষ। যেভাবে করোনার আক্রমণ বাড়ছে, লকডাউন চোলা ঝুঁকির। আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে না ফিরলেও অশেষ দুর্গতি নেমে আসবে নিত্য রুজি রোজগারের কাজে যাঁরা বের হন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার নয়াদিল্লিতে ভার্চুয়েল কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী প্রোপার্টি কার্ড বিতরণ করেন। ছবি- পিআইবি।

# বাংলাদেশ-ভারত বিশেষ ব্যবস্থায় বিমান চলাচলে কাজ করছে

মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ১১।। প্রায়োগিক বিষয়াবলি চূড়ান্ত হওয়ার পর বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে (এয়ার বাবলের) বাংলাদেশ-ভারতের বিভিন্ন রুটে ফাইট চলাচল নিয়ে কাজ করেছে ঢাকা-দিল্লি। সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানান, প্রতিবেশী দুটি দেশের মধ্যকার ফাইটের সংখ্যা ও অন্যান্য বিষয়াদি চূড়ান্ত করতে কাজ চলমান রয়েছে

ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন ইতোমধ্যে বাংলাদেশিদের জন্য অনলাইন ভিসা আবেদন সেবা পুনরায় চালু করার ঘোষণা দিয়েছে। বর্তমানে অনুমোদিত ভিসা বিভাগগুলো হলো- চিকিৎসা, ব্যবসায়, চাকরি, এন্টি, সাংবাদিক, কূটনীতিক, কর্মকর্তা, জাতিসংঘের কর্মকর্তা এবং জাতিসংঘের কূটনীতিক। শিগগিরই ভিসার অন্যান্য বিভাগগুলো ফের চালু করা হবে বলে শুক্রবার জানিয়েছে হাইকমিশন।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের যৌথ পরামর্শক কমিশনের (জেসিসি) বৈঠকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেন এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এস জয়শঙ্কর সমান সংখ্যক ফাইটের সাথে বিশেষ এয়ার বাবল ব্যবস্থার মাধ্যমে মহামারি চলাকালীন সময়ে পৃতিবেশী দুই দেশের মধ্যকার বিমান চলাচল পুনরায় চালু করার সম্ভাবনায় 'ইতিবাচক ইঙ্গিত' দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ প থেকে, ভারতে বিশেষত চিকিৎসার জন্য রোগীদের আসা যাওয়া এবং দেশটির বিভিন্ন শিাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিচ্ছু বাংলাদেশি শির্থীদের জন্য ভিসা ও সড়ক যোগাযোগের বিধিনিষেধ কমানোর জন্য আবেদন জানানো হয়।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইসামি বলেছেন, তারা বাংলাদেশ সরকার ও তাদের অংশীদারদের সাথে নিয়ে এক বিশেষ এয়ার বাবল ব্যবস্থায় শিগগিরই ফের ফাইট চালু করার জন্য বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ঢাকায় এস্তোনিয়া, বেলজিয়াম ও লাটভিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশের ভিসা কনস্যুলার সেবা না থাকায় ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক বাংলাদেশের অনেক শির্থী ভিসার জন্য আবেদন করতে পারছেন না। ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে আগ্রহী শির্থীদের আবেদনের প্রক্রিয়া শেষ করতে নয়াদিল্লিতে ভ্রমণ করতে হবে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এয়ার বাবল চুক্তি না থাকায় তারা যেতে পারছে না।

আগস্টের শেষ দিকে বাংলাদেশ সফরে আসা ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা শির্থী, ব্যবসায়ী এবং চিকিৎসা নিতে যাওয়া রোগীদের প্রবেশের অনুমতি দেয়ার জন্য দুই প্রতিবেশীর মধ্যে এয়ার বাবল ব্যবস্থা স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। বাংলাদেশ সরকার পয ওই প্রস্তাবে স্বাগত জানানো হয়েছিল।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর দু'দেশের মধ্যকার ৬ষ্ঠ জেসিসি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বৈঠকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় মোমেন এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্তী ড় এস জয়শঙ্করের সভাপতিত্ব করেন।

# আসন্ন শীতে করোনাভাইরাসের সেকেন্ড ওয়েভ আঘাত হানতে পারে : শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ১১।। আসন্ন শীতে করোনাভাইরাসের সেকেন্ড ওয়েভ আঘাত হানতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই সাথে তিনি যেখানে জনসাধারণের অর্থ ব্যয় জড়িত সেখানে অযথা এক পয়সাও ব্যয় না করতে আবারও নির্দেশনা দিয়েছেন।

রবিবার সকালে সেনাবাহিনীর ১০টি ইউনিট-সংস্থাকে জাতীয় পতাকা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এই নির্দেশনা দেন। প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সাভার সেনানিবাসের অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। তিনি বলেন, অনেক দেশ যেখানে মারাত্মক অর্থনৈতিক বাধার মুখে পড়ছে, সরকার সেখানে ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট দিয়েছে যা কোভিড-১৯ মহামারির কারণে খুব কঠিন কাজ ছিল।

'সকল প্রতিকূলতা কাটিয়ে আমরা বাজেটটি ঘোষণা দিয়েছি, আমরা বলেছি যে জনসাধারণের অর্থ ব্যয় করার বিষয়ে প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে কারণ করোনাভাইরাস যদি আবারও আঘাত করে তবে আমাদের বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে, আমাদের আবারও জনগণকে সহায়তা করতে হবে,' বলেন প্রধানমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, সরকারকে চিকিৎসা সরবরাহ করতে হবে, ওষুধ সংগ্রহ করতে হবে এবং আরও বেশি চিকিৎসক ও নার্সের প্রয়োজনও হতে পারে। এসব বিবেচনা করে আমাদের মিতব্যয়ী হতে হবে, প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত এক পয়সাও আমাদের ব্যয় করা উচিত নয়। ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে আমাদের এই পদপে নিতে হবে, বলেন তিনি। খাদ্য সংকট যাতে দেখা না দেয় সেজন্য খাদ্য উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী।

করোনাভাইরাসের কারণে অনেক দেশ খাদ্য সংকটে ভুগছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে আমরা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ফলস্বরূপ, আমরা সেই সংকটের মুখে পড়ছি না।' বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখনও করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব রয়েছে এবং এটি আবারও আঘাত হানার আশংকা রয়েছে উল্লেখ করে, পূর্ববর্তী সময়ের মতো সকলকে খাদ্য উৎপাদন বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস রোধে প্রাথমিক পর্যায়ে গৃহীত সরকারের বিভিন্ন পদেপের সংপ্তি বর্ণনা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে যাতে আমরা যেকোনো বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে পারি এবং আমাদের তা করতেই হবে।' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেনাবাহিনী দেশের সম্পদ এবং আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক।

তিনি বলেন, 'কোনো সেনাবাহিনী যদি মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা জিততে পারে না। সুতরাং, সকলকে সামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে জীবনের গৌরব অর্জন করতে হবে এবং পেশাদার দতা অর্জন করতে হবে।' সকল সেনা সদস্যদের দেশপ্রেম এবং সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব বজায় রেখে তাদের দায়িত্ব পালন এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।শেখ হাসিনা বলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সরকারের মূল ল্য এবং সেদিকে ল্য রেখে তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর পে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ সেনাবাহিনীর ১০টি ইউনিট-সংস্থার হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেন।

# সারা বিশ্বে করোনার মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল ১০.৭৭ লক্ষ

বাল্টিমোর, ১১ অক্টোবর (হি. স.): দীর্ঘ হচ্ছে করোনার মৃত্যুর মিছিল। এরইমধ্যে মৃত্যু ছাড়িয়ে গেছে ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার। ওয়ার্লওমিটারসের তথ্যানুযায়ী, রবিবার সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত সারাবিশ্বের করোনাভাইরাসে মারা গেছেন ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৯৫ জন। আক্রান্ত হয়েছেন ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৯২ জন। আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২ কোটি ৮১ লক্ষ ১২ হাজার ৫৫২ জন।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির তথ্যানুযায়ী, করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা কম। বিশ্বে করোনায় মোট মারা গেছেন ১০ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৯৯ জন। বিশ্বে করোনা থেকে সেরে ওঠা মানুষের সংখ্যা ২ কোটি ৫৬ লাখের বেশি। করোনায় মৃত্যুপুরী যুক্তরাষ্ট্রে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ৭৭ লক্ষ ১১ হাজার ৭৯ জন। মোট মারা গেছেন ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৩৩৭ জন।

এদিক ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৭৪, ৩৮৩। সব মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮০৭। বিগত ২৪ ঘন্টায় নিহত ৯১৮জন বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। ফলে মৃতের সংখ্যা সবমিলিয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ০৮ হাজার ৩৩৪ জন।

ব্রাজিলে করোনায় সংক্রমিত শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ৫০ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৮৮ জন। দেশটিতে মারা গেছেন ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৩৯ জন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ডিসেম্বরে চিনের উহান থেকে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। চলতি বছরের ১১ জানুয়ারি বিশ্বে করোনায় প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। চলতি বছরের ১১ মার্চ করোনাকে বৈশ্বিক মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

# এশিয়ার বৃহত্তম জলাশয় শনবিলের স্বচ্ছতা রক্ষায় ব্যতিক্রমী অভিযান

হাইলাকান্দি (অসম), ১১ অক্টোবর (হি.স.) : এশিয়ার বৃহত্তম জলাশয় শনবিলের স্বচ্ছতা রক্ষায় এক ব্যতিক্রমী অভিযানে নেমেছেন হোপ ফর জিমস সোসাইটির সদস্যরা। তাঁরা বরাকের এই পর্যটনস্থলকে স্বচ্ছ ও সুন্দর রাখার জন্য হাতেকলমে কাজ আরম্ভ করেছেন।

সংস্থার সদস্যরা তাঁদের 'একোটপিয়া' প্রকল্পের অধীনে ব্যতিক্রমী পন্থায় অনলাইন আন্দোলনে নেমেছেন। সংস্থার সদস্যরা তাঁদের এই আন্দোলনের নাম দিয়েছেন 'ওয়াস্ট ফ্রি শনবিল'। রবিবার থেকেই এই আন্দোলন শুরু করেছেন তাঁরা। এদিন শনবিলে পাঁচটি ডাস্টবিন স্থাপন করেছেন হোপ ফর জিমস সোসাইটির সদস্যরা। একই সঙ্গে সংস্থার পক্ষ থেকে বারাকবাসীর কাছে আবেদন জানিয়ে বলা হয়েছে, সবাই যেন শনিবিলকে স্বচ্ছ রাখতে অভিযানে শামিল হন। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্বচ্ছ শনবিলের ফটো আপলোড করে 'ওয়াস্ট ফ্রি শনবিল' শিরোনাম দিতে অনুরোধ করেছেন তাঁরা। এর ফলে সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষ শনবিলের স্বচ্ছতা নিয়ে সচেতন হতে পারবেন বলে আশা করছেন সংস্থার কর্মকর্তারা।

এই অভিযানের ব্যাপারে আন্দোলনের আহ্বায়ক স্বর্ণাভ দে বলেন, বরাক উপত্যকায় খুব কমই পর্যটনস্থল রয়েছে। তাই শনবিলকে স্বচ্ছ করে তুলতে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। এ ব্যাপারে মানুষকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, প্রতি বছর অনেক মৎসজীবী আর কৃষক এই বিলের মধ্যে পড়ে থাকা ভাঙা কাঁচে পা কেটে জখম হন।

এদিকে শনবিল রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির সম্পাদক ডাস্টবিন ব্যবহারের জন্য সকলকে অনুরোধ জানিয়েছেন। শনবিলের স্বচ্ছতা রক্ষার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন একাকার মানুষ। হোপ ফর জিমস সোসাইটির আজকের এই অভিযানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি স্বপ্নদীপ সেন, সম্পাদক সুষমা সাহু, যুগ্ম সম্পাদক ভাগ্যশ্রী পাল, অনিসা পাল, গৌরব দে প্রমুখ। সেই সঙ্গে এই অভিযানকে সফল করতে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন সংস্থার সদস্য অমৃত চক্রবর্তী এবং পিনাক নাথ।

# হাইলাকান্দিতে কংগ্রেসের সভায় ধুন্দুমার

হাইলাকান্দি (অসম), ১১ অক্টোবর (হি.স.) : প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরার হাইলাকান্দি আগমনের একদিন আগে দলীয় সভায় ধুন্দুমার কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। কংগ্রেসের এই সভায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে হাইলাকান্দির কুচিলা এলাকা রীতিমতো রণক্ষেত্রে।

অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক গজেন্দ্র প্রসাদ উপমন্যুর সামনেই দুই গোষ্ঠীর এই ঘটনা ঘটে। রবিবার হাইলাকান্দি জেলার কুচিলা বাজারে মধ্য হাইলাকান্দি বিধানসভা ভিত্তিক কংগ্রেসের এক কর্মীসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপসিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক গজেন্দ্র প্রসাদ উপমন্যু। সেই সঙ্গে উপসিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারাও। এক সময় কিছু নেতাকে মঞ্চে বসানোর দাবিকে কেন্দ্র করে এই ঘটনার সূত্রপাত। অবশ্য এ ঘটনায় মাঝপথেই দলের সভা বাতিল করতে হয়েছে। আজকের ঘটনায় প্রীতম দাস নামের এক কংগ্রেস কর্মী আহত হয়েছেন। এদিকে সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরার হাইলাকান্দি আগমনের একদিন আগে দলীয় সভায় এই হাঙ্গামার ঘটনায় কর্মীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

# বাংলাদেশে করোনা প্রাণ কাড়ল আরও ২৪ জনের, একদিনে আক্রান্ত ১, ১৯৩ জন

ঢাকা, ১১ অক্টোবর (হি. স.): বাংলাদেশে করোনা প্রাণ কাড়ল আরও ২৪ জনের। এ নিয়ে বাংলাদেশে মোট ৫ হাজার ৫২৪ জন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। রবিবার বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদফতরের বিজ্ঞপ্তিতে এমনই তথ্য জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে নতুন করে ১ হাজার ১৯৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে বাংলাদেশে মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ লাখ ৭৮ হাজার ২৬৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৪৯৫ জন রোগী। ফলে মোট সুস্থ হয়েছেন ২ লাখ ৯২ হাজার ৮৬০ জন। এদিকে বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৯ হাজার ৮৬৭টি নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ১৯৩ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে বলে উল্লেখ্য করা হয়েছে।

# পশ্চিমবঙ্গে রেকর্ড গড়েই চলেছে করোনা, ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ৩৬১২জন

কলকাতা, ১১ অক্টোবর (হি. স.): পুজোর আগে রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি যে ক্রমেই জটিল হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। রোজই নতুন রেকর্ড তৈরি হচ্ছে সংক্রমনের নিরিখে। এদিকে কমছে সুস্থতার হারও। রাজ্যে যেই পরিমাণ নমুনা পরীক্ষা হচ্ছে তার তুলনায় আক্রান্তের সংখ্যা যে বাড়ছে তা বলার অবকাশ রাখে না। রাজ্যে যে হারে সুস্থতার হার বেড়েছিল তার থেকে অনেক দ্রুত হারে কমছে দৈনিক সুস্থতা। গতকাল যেখানে সুস্থতার হার ছিল ৮৭.৯০ শতাংশ। একদিনেই সেই হার নেমে দাঁড়িয়েছে ৮৭.৮৪ শতাংশে। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ফের রেকর্ড সংখ্যক মানুষ নতুন করে করোনা সংক্রমিত হয়েছেন। সেই সংখ্যা ৩৬১২জন। এদিন মৃত্যু হয়েছে ৫৯ জনের। এদিকে মোট পরীক্ষিত নমুনার ৭.৯৮ শতাংশ মানুষের এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩১১০জন। তাই রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩০হাজার ২৩৬জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ৯৪হাজার ৮০৬জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ৫৮হাজার ৯৪৮জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫৬২২জনের।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে ৭৫৭ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪হাজার ৪৪৩টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬০৯জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৫৫হাজার ৯২১জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে শহরে ১৬জন। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৮৭৭জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে।

ছয়ের পাতায়

# দক্ষিণ শালমারায় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার, স্বামীকে আটক করে জেরা পুলিশের

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ১১ অক্টোবর (হি.স.) : নিম্ন অসমের দক্ষিণ শালমারার রকিরগঞ্জ-ডিংডিঙায় ঝুলন্ত অবস্থায় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত মহিলাকে মাফিদা খাতুন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। মহিলাকে তার স্বামী হত্যা করে আত্মহত্যার রূপ দিয়েছে বলে মাফিদার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ। তারা পুলিশে স্বামী জিয়ারুলের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে সেই মামলার ভিত্তিতে পুলিশ মৃত মহিলার স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

ফকিরগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, কিছুদিন আগে গোয়ালপাড়া জেলার গৌড়নগর গ্রামের হজরত আলির কন্যা মাফিদা খাতুন ধুবড়ি জেলার ফকিরগঞ্জ থানা এলাকার চিরাকুটি-চাটাপাড়া গ্রামের ফজর আলির ছেলে জিয়ারুল আলির সঙ্গে সামাজিকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বিয়ের পর থেকেই তাদের মধ্যে পারিবারিক কাজিয়া চলছিল। রবিবার সকালে স্বামীর ঘর থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে পরিত্যাক্ত একটি ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় মফিদার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় লোকজনের চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ফকিরগঞ্জ থানার পুলিশকে খবর দেন। তার পর পুলিশ মাফিদার মৃতদেহ সেখান থেকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ধুবড়ি সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পুলিশ এই ঘটনার তল খুঁজতে তদন্তে নেমেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অভিযুক্ত জিয়ারুল কিছুদিন আগে বিলাসীপাড়ার একজন ব্যবসায়ীকে নৃশংসভাবে হত্যা করার অপরাধে জেল খেটে এসেছে। তবে নিজের স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত স্বামী জিয়ারুল।

# মালিগাঁওয়ের উড়ালপুল এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াত সমস্যার সমাধান করবে : পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : আজকের দিনটি আমার কাছে গৌরব ও আনন্দের দিন। রবিবার মালিগাঁওয়ে উড়ালপুলের শিলান্যাস করে আবেগিক হয়ে নিজের বিধানসভা ক্ষেত্রের বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেন অর্থ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পূর্ত দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। রবিবার গুয়াহাটির মালিগাঁও চারালি থেকে কামাখ্যা গেট পর্যন্ত (মালিগাঁও-পাণ্ডু) অসমের দীর্ঘতম চারলেন যুক্ত উড়ালপুলের শিলান্যাস করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদান করে তিনি এলাকার বিধায়ক তথা বহু দফতরের মন্ত্রী বলেন, প্রস্তাবিত উড়ালপুল নির্মাণ হয়ে গেলে সদাব্যস্ত মালিগাঁও এলাকার দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যা দূর করবে এবং যাতায়াতের ক্ষেত্রে মানুষের অনেক সুবিধা হবে। বিশেষ করে ছোট ছোট বাচ্চা ও বয়স্কদের মালিগাঁওয়ের রাস্তা পার হতে গিয়ে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অনেকদিন ধরেই নানা সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছেন এলাকাবাসী।

উড়ালপুল নির্মাণে মালিগাঁওয়ে যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম হবে বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, আজকের দিনটি আমার জন্য গৌরব ও আনন্দের দিন। কারণ এই ফ্লাইওভারটি আমার নিজের এলাকায় নির্মাণ করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এলাকায় ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ চলাকালীন ট্রাফিক জ্যাম হবে। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর কাজ শেষ করার চেষ্টা করা হবে।

ভাষণে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা আরও বলেন, গুয়াহাটি মহানগরের জনসংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি হচ্ছে। তাই মহানগরের প্রসার না হলে বিকাশের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা হবে। তাই মহানগরের আশপাশের এলাকাগুলিকে উন্নয়ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মহানগরে যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম করার জন্য নয়টি ফ্লাইওভারের কাজ শুরু করা হয়েছে। ফ্লাইওভারগুলিতে থাকবে এস্কেলেটরে সুবিধা। উজান থেকে নিম্ন, সমগ্র রাজ্যে উন্নয়ন জন্য ফ্লাইওভারের কাজ শুরু করা হয়েছে। এতে যাতায়াত ব্যবস্থার সুগম হবে বলে মনে করেন পূর্তমন্ত্রী।

গণেশগুড়িতে নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আর কিছুদিনের মধ্যেই একে জনসাধারণের জন্য উৎসর্গ করা হবে। সাথে সুপার মার্কেট এলাকায় নির্মাণকার্য চলমান সেতুর কাজও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে বলে জানান মন্ত্রী

ছয়ের পাতায়

# দক্ষিণ শালমারায় ব্রহ্মপুত্রের বুকে নৌকা থেকে বিপুল পরিমাণের বিদেশি মদ সমেত গ্রেফতার দুই

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ১১ অক্টোবর (হি.স.) : নিম্ন অসমের দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে নৌকা থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে বিপুল পরিমাণের বিদেশি মদ। এর সঙ্গে পুলিশ গ্রেফতার করেছে দুই অবৈধ সরবরাহকারীকে। ধৃতদের যথাক্রমে ধুবড়ি জেলার ফকিরগঞ্জ থানা এলাকার মাটিফাটা গ্রামের হানিফ আলির ছেলে রশিদুল ইসলাম (২০) এবং জেলাল উদ্দিনের ছেলে বদিয়ত জামাল (৩৬) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। দক্ষিণ শালমারা পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাত ৯-টা নাগাদ বালাডোবা অঞ্চলে অভিযান চালায়। পার্শবর্তী রাজ্য মেঘালয়ের ফুলবাড়ি থেকে দক্ষিণ শালমারা পারঘাট হয়ে নৌকা করে

ছয়ের পাতায়

# পরিকাঠামো উন্নয়নে গুয়াহাটি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার করিডোরে পরিণত হবে, রাজ্যের দীর্ঘতম উড়ালপুলের শিলান্যাস করে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : অসমের রাজধানী গুয়াহাটি মহানগরীকে সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার করিডোর হিসেবে গড়ে তোলাই তাঁর সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ জন্য গুয়াহাটি শহরের পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রতি রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার প্রদান করেছে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

রবিবার গুয়াহাটির মালিগাঁও চারালি থেকে কামাখ্যা গেট পর্যন্ত (মালিগাঁও-পাণ্ডু) অসমের দীর্ঘতম চারলেন যুক্ত উড়ালপুলের শিলান্যাস করে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল আরও বলেন, সময়ের সাথে সাথে গুয়াহাটি মহানগরীর জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। সেজন্য মহানগরের চতুর্দিকে সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের রাজধানী পরিকল্পনার অধীনে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বাস্তবসম্মত প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্মার্ট সিটি প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে গুয়াহাটি মহানগরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আজ রাজ্যের অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমারি সহ বহুজনকে সঙ্গে নিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন মুখ্যমন্ত্রী। পুজোর পর প্রস্তাবিত উড়ালপুলের কাজ শুরু হবে এবং আগামী দু-বছরের মধ্যেই এর কাজ সম্পূর্ণ যাবে। এই উড়ালপুলটি মালিগাঁও চারালি থেকে এটি রোড হয়ে কামাখ্যা মন্দিরের গেটে গিয়ে শেষ হবে। উড়ালপুলের একটি উইং পাণ্ডুঘাট সংযোগী রাস্তার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। রাজ্য সরকারের স্বঅগ্রাধিকার উন্নয়ন তহবিলের (এসওপিডি)-এর অধীনে পূর্ত বিভাগ এর নির্মাণ করবে। এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় ধার্য করা হয়েছে ৪২০,৭৫ কোটি টাকা। প্রায় তিন কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই উড়ালপুল রাজ্যের দীর্ঘতম। মালিগাঁও চারালি থেকে কামাখ্যা গেট পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য ১৬,৫ মিটার এবং পাণ্ডু সংযোজিত অংশের দৈর্ঘ্য ৫.৫ মিটার। গৌতম কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেডকে এই উড়ালপুল নির্মাণের বরাত দেওয়া হয়েছে।

প্রদত্ত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ট্রান্সফর্মেশন অব ট্রানস্পোর্টেশন নীতি অনুসারে অসম সরকারও রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের সাথে সমস্ত অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম করে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকারের কার্যকালে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে ১৫ হাজার কিলোমিটারের পথ নির্মাণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে আজ কৃষি, বাণিজ্য, রফতানি এবং অন্যান্য ব্যবসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ক্রীড়া ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজ্যের উন্নয়ন দ্রুত লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল দাবি করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের উপর নির্মিত চারটি নতুন সেতুর কথাও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

প্রস্তাবিত উড়ালপুলের নির্মাণকার্য চলাকালীন মালিগাঁও অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করে এ ক্ষেত্রে সকলকে ধৈর্যের সঙ্গে নির্মাণ সংস্থাকে সহযোগিতা করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

# কাছাড়ের প্রত্যেক ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আরএটি-র লক্ষ্য নির্ধারণ জেলা প্রশাসনের

শিলচর (অসম), ১১ অক্টোবর (হি.স.) : কাছাড় জেলা প্রশাসন সোম ও মঙ্গলবার প্রত্যেক ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে (বিপিএইচসি) রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট (আরএটি) স্ক্রিনিং ড্রাইভ চালানোর নির্দেশ দিয়েছে। কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি বিপিএইচসি-র দায়িত্বপ্রাপ্তদের আগামী দু-দিনের মধ্যে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করতে বলেছেন।এক নির্দেশিকা জারি করে জেলাশাসক বলেছেন, প্রত্যেক বিপিএইচসিকে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত লক্ষ্য অনুসারে আরএটি পরিচালনা করতে হবে। স্ক্রিনিং সেন্টারগুলিতে জনগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আশা এবং এএনএম দ্বারা গতিশীলতার সাথে প্ল্যানিং করে অগ্রসর হতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিপিএইচসি ইনচার্জকে স্ক্রিনিং সেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি এএনএম, এমপিডব্লিউ, এলটি এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের পরিষেবাগুলি তাদের নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণের জন্য রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট স্ক্রিনিংয়ের কথা বলা হয়েছে।সে অনুযায়ী লক্ষ্মীপুর বিপিএইচসিতে ৫০০টি আরএটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে হরিণগরে ৪০০, উধারবন্দে ৫০০, বড়খলায় ৫০০, বিক্রমপুরে ৪০০, জালালপুরে ৫০০, সোনাই ৬০০ এবং ধলাইয়ে ৬০০টি আরএটির লক্ষ্য হাতে নেওয়া হয়েছে। এই দিনগুলিতে জেলাশসক এনআরএলএম এবং এনএলইউএম কর্তৃপক্ষকে এলাকাগুলিতে আরএটি স্ক্রিনিংয়ের জন্য মানুষজনে সুসংগঠন নিশ্চিত করতে নির্ধারিত স্থানে জড়োকরণের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে জেলাশাসক কীর্তি জল্লি শিলচর ও লক্ষ্মীপুর মহাকুমার আওতাধীন গ্রাম পঞ্চায়েত সমবায় সমিতি (জিপিএসএস)-এর সকল সচিব এবং শিলচর হোলসেল কো-অপারেটিভ স্টোরসলিমিটেডের সেক্রেটারিকে তাঁদের নিজ নিজ জিপিএসএস-এর সমস্ত কর্মচারী ও শ্রমিকদের আরএটি অভিযান চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলেছেন। সোম এবং মঙ্গলবার নির্বাচিত পিএইচসিগুলিতে ন্যায্যমূল্যের ডিলারদের অনুরূপ কার্যসূচি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

# এক হাজার পরিবারের খাবার দিচ্ছেন সঞ্জয়

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ১ হাজার দুস্থ পরিবারের খাবারের ব্যবস্থা করছেন বলিউড তারকা সঞ্জয় দত্ত ভারতের মুম্বাইতে এই ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় একটি সাহায্য সংস্থাকে সঙ্গে নিয়েছেন তিনি মহামারিতে দুস্থ মানুষদের সাহায্যে ভারত সরকারের সঙ্গে যখন একাত্ম হচ্ছেন বলিউডের মোটা অঙ্কের অর্থ আয় করা তারকারা, তখন সঞ্জয় দত্ত একাই দায়িত্ব নিলেন এতগুলো পরিবারের।

সম্প্রতি টুইটারে এ নিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন সঞ্জয় দত্ত তিনি লিখেছেন, 'দেশজুড়ে ভয়াবহ সংকট যে যেভাবে পারছেন, সবাইকে সহযোগিতা করছেন, এমনকি বাড়িতে অবস্থান করে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেও সেটা করছেন সবাই আমি আমার সাধ্য মতো যত জনকে পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করছি।'

এক হাজার পরিবারের জন্য দুই বেলা খাবারের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি সঞ্জয় দত্ত যুক্ত হয়েছেন একটি সাহায্য সংস্থার সঙ্গে বরিভালি ও বান্দ্রায় বসবাসরত পরিবারের জন্য সঞ্জয়ের সাহায্যের অর্থ ব্যয় হবে ওই সাহায্য সংস্থা প্রসঙ্গে সঞ্জয় জানিয়েছেন, 'সাওয়ারকার নামের ওই সংস্থাটি ভালো কাজ করে দুস্থদের সাহায্য করার সময় প্রথমেই আমার তাদের কথা মনে পড়ে আমরা একে অন্যকে সাহায্য করার মধ্য দিয়েই এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারব।'

শুধু দুস্থদের জন্য ত্রাণ নয়, এই দুর্দিনে ভক্তদের জন্য ভালো ভালো পরামর্শও দিয়েছেন সঞ্জয় এক টুইটবার্তায় ভক্তদের উদ্দেশে সঞ্জয় বলেন, 'এই সময়টা সবাইকে শারীরিকভাবে ফিট থাকতে হবে সুতরাং ভালো খান, শরীরের যত্ন নিন, ব্যায়াম করুন।'

# প্রথম ছবিতেই হিট যেসব বলিউড নায়িকা

প্রথম ছবিতেই অভিনয় শাহরুখ খানের সঙ্গে। বলিউডে খানদের ছবিতে তাঁদের দাপট থাকে সিনেমাজুড়ে। আর আনুশকা জুটি বাধলেন কিং খানের সঙ্গে। কিন্তু চঞ্চল চরিত্রের 'তানি' ওরফে আনুশকা শর্মা অভিষেকেই নিজেকে চেনালেন অন্যরূপেকী নাচে, কী অভিনয়ে। ছবির গল্প সবার জানা। চঞ্চল ও নাচপাগল মেয়ে তানি। আচমকা মৃত্যু হয় বাবার। বাবা তানিকে সঁপে দিয়ে যান সুরিন্দরের কাছে। সুরিন্দর (শাহরুখ খান) ঠিক তানির উল্টো চরিত্র। শান্তশিষ্ট, মধ্যবিত্ত চাকুরে। কী আর করা। স্বামী হিসেবে সুরিন্দরকে মেনে নেয় তানি। কিন্তু মনের মধ্যে নাচের ঝলক জেগে ওঠে। এদিকে সুরিন্দর বিয়ে করে যেন নতুন করে প্রেমে পড়ে তানির। তানির মন ভালো থাকে এমন সব কাজ করতে প্রস্তুত তিনি। তানি ভর্তি হয় নাচের ক্লাসে। সুরিন্দর এবার তার রূপ বদলে রাজ কাপুর সেজে ওই নাচের ক্লাসেই ভর্তি হন। দুজনের শুরু হয় দোস্তি। গড়ায় প্রেমেও। কিন্তু তানি কাকে ভালোবাসে, সুরিন্দর নাকি রাজকে? এমন দ্বন্দ্ব নিয়ে এগিয়ে চলা ছবিটি অভিনয়, নাচ আর বলিউডের রোমান্টিক গল্প দিয়ে মাত করে রাখে দর্শকদের।

প্রথম ছবিতেই নাচ আর অভিনয় দিয়ে আনুশকা শর্মা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সহজে মিলিয়ে যেতে আসেননি তিনি। প্রথম ছবিতেই হিট। আর এখন, বলিউডের প্রথম সারির নায়িকাদের একজন।

'শাহরুখ খানকে নিয়ে বন্ধু নির্মাতা ও পরিচালক ফারাহ খান নির্মাণ করবেন মিস্ট্রিয়াস একটি ছবি। যে ছবিতে শাহরুখ ও নায়িকা দুজনেরই দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। ফারাহ খান শাহরুখের নায়িকা হিসেবে আস্থা রাখলেন একজন খেলোয়াড়ের মেয়ের ওপর। ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় প্রকাশ পাড়ুকোনের মেয়ে দীপিকা পাড়ুকোন এলেন নায়িকারূপে। এসেই বাজিমাত। 'ওম শান্তি ওম' ছবিতে কিং খানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন দীপিকা। কুড়িয়েছেন প্রশংসাও। সেই শুরু, এখনো অভিনয় করেই চলছেন। এই সময়ে বলিউডের শীর্ষ নায়িকা বললে দীপিকা পাড়ুকোনের নাম আসবে সবার আগে।

হিমাচল প্রদেশের মেয়ে কঙ্গনার কেবলই 'শো---পিস', সেখানে কঙ্গনার ছবিগুলো থাকে কঙ্গনাকে ঘিরেই। 'কুইন' থেকে শুরু করে 'তানু ওয়েডস মানু' কিংবা 'ফ্যাশন'কঙ্গনা নিজের স্বাক্ষর রেখেছেন অভিনয়ে। ২০০৬ সালের 'গ্যাংস্টার' ছবির নায়িকার চরিত্রটি করতে পরিচালক অনুরাগ বসু ভরসা করেন এই নবাগতর ওপর। অনুরাগের ভরসার বিফলে যায়নি। প্রথম ছবিতেই নিজেকে চিনিয়েছেন কঙ্গনা। পরের বছর ২০০৭ সালে অনুরাগের আরেক ছবি 'লাইফ ইন মেট্রো'তেও তাই অনুরাগ নিলেন কঙ্গনাকেই।

১৯৭৯ সাল। পরিচালক কে বিশ্বনাথ তেলুগু ছবি 'শ্রী শ্রী

বলিউড---যাত্রা খুব সহজ নয়। ভাঙা হিন্দি বলা মেয়েটি এখন শুধু অভিনয়শিল্পীই নন, পরিচালকও। 'মনিকর্ণিকা: দ্য কুইন অব ঝাঁসি' ছবিতে অভিনয়ের পাশপাশি পরিচালনার ভারটিও বহন করেছেন।

বলিউডে অভিনয় দিয়েই টিকে আছেন এই অভিনেত্রী। নায়কদের ভিড়ে যেখানে বলিউডে নায়িকা মুবা'---এর রিমেক করবেন হিন্দিতে।

অসাধারণ এই মিউজিক্যাল সিনেমার নায়ক ঋষি কাপুর। নায়িকা একজন নৃত্যশিল্পী। মিউজিক্যাল হওয়ায় ছবির গানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে লক্ষ্মীকান্ত ---পেয়ারেলালকে। গানগুলো গাইবেন মোহাম্মদ রাফি আর লতা মঙ্গেশকর জুটি। ছবির মুক্তির পর সব হিসাব—নিকাশ যে উল্টে গেল। ছবির রাজকুমারী চরিত্রের সায়রা বানু দর্শকের 'রাজকুমারী' হয়ে দেখা দিলেন। আর দর্শকের মুখে, শুধু সায়রা আর সায়রা। শাম্মী কাপুর যেন উড়ে গেলেন সায়রা বানুর রূপের ছটায়। সেই তো শুরু। তারপর কেবলই এগিয়ে চলা। হয়ে ওঠা সৌন্দর্যের প্রতীক 'প্রাচ্যের ভেনাস' হিসেবে।

# না, জ্যাকুলিন হারিয়ে যাননি

গ্ল্যামার দুনিয়ার অমোঘ হাতছানিতে অনেকেই ছুটে আসেন। চাকচিক্যে ভরা জীবনের জন্য অনেকে এই দুনিয়ায় পা রাখেন। হাজার হাজার তরুণ-তরুণী বিটাউনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু খুব কমসংখ্যক মানুষের স্বপ্ন সত্যি হয়। আর তখনই তাঁদের ঘিরে ধরে মানসিক অবসাদ। অনেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যান এই 'রেস' থেকে। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে এ রকম এক মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলিউড তারকা জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। কিন্তু তিনি হারিয়ে যাননি। বলিউডে নিজের শক্ত অবস্থান অনেকটাই পাকাপোক্ত করে ফেলেছেন তিনি।

এই বলিউড অভিনয়শিল্পী সম্প্রতি মুখ খুললেন নিজের জীবনের মন খারাপের অধ্যায় নিয়ে। জ্যাকুলিন জানান, একসময় তাঁকে মানসিক অবসাদ ঘিরে ধরেছিল। খুব কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে তিনি সেই দিনগুলো কাটিয়েছিলেন। সেই সময় থেরাপিস্টের সাহায্য নিয়েছিলেন তিনি। জ্যাকুলিন এই হতাশার কারণ চাপিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ঘাড়ে।

জ্যাকুলিন জানান, ইন্ডাস্ট্রিতে নানা গুঞ্জন শোনা যায়। আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জন্য আলোর গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এ জন্য অনেককে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। মানসিক অবসাদ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি আমার থেরাপিস্টের কাছে সব কথা খুলে বলতাম। দীর্ঘ সময় আমি একা কাটিয়েছি। আমার সঙ্গে কেউ ছিল না। আর তখনই আমি শিখে গিয়েছি যে, সব বিরূপ পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করতে হয়। আজ সবাই আমার সঙ্গে আছে। আমি এখন অনেক ভালো আছি।'

করোনার তাণ্ডবের সময় জ্যাকুলিন অন্যভাবে সবার পাশে দাঁড়াচ্ছেন। করোনাকে ঘিরে নানান গুজব আটকানোর চেষ্টা করছেন তিনি। করোনাভাইরাস সংক্রমিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথা বলছেন। জ্যাকুলিন লাইভ চ্যাটের মাধ্যমে সুরাতের প্রথম করোনায় আক্রান্ত নারী রীতার সঙ্গে কথা বলেছেন।

বলিউড র‍্যাপার বাদশার সঙ্গে সম্প্রতি 'গেন্দা ফুল' নামে একটি গানের ভিডিওতে দেখা গেছে জ্যাকুলিনকে। বিপুল পরিমাণ দর্শকের কাছে অন্য রকম এক জ্যাকুলিনকে পৌঁছে দিয়েছে গানটি।

# যে কারণে তিনি প্রতিদিন পুরি—হালুয়া, আলুর পরোটা খাচ্ছেন

অধিকাংশ বিটাউন তারকা লকডাউনের ষোলো আনা কাজে লাগাচ্ছেন। দীপিকা, সোনমসহ অনেক নায়িকা হেঁশেলে গিয়ে বাহারি পদ রান্না করছেন। এদিকে বলিউড অভিনয়শিল্পী কৃতি শ্যানন কবজি ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়া করছেন। তবে তিনি এই গৃহবন্দী দশাতেও আগামী ছবির প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। তাই চরিত্রের প্রয়োজনে মোটা হওয়ার জন্য জমিয়ে খাওয়াদাওয়া করছেন এই বলিউড অভিনয়শিল্পী।

'বরেলি কি বরফি', 'লুকা ছুপি', 'পানিপথ'সহ নানান ছবিতে নানান চরিত্রে কৃতি নিজেকে মেলে ধরেছেন। এবার তাঁর আগামী ছবি মিমিতে তাঁকে দেখা যাবে এক ভিন্ন চরিত্রে। স্যারোগেসির ওপর নির্মিত এই ছবিতে কৃতি মূল চরিত্রে অভিনয় করবেন। মিমি ছবিতে তাঁর লুকও হবে একেবারে অন্য রকম। আর তাই এই লকডাউন সময়ের পুরোপুরি ফায়দা নিচ্ছেন তিনি। মিমি ছবির জন্য তাঁকে ১৫ কেজি ওজন বাড়াতে হবে। তাই সকাল থেকেই লোভনীয় নানান খাবারের মজা নিচ্ছেন এই বলিউড কন্যা। প্রাতরাশে তিনি খাচ্ছেন পুরি-হালুয়া, আর ছোলার তরকারি। আবার কখনো কখনো লুফে নিচ্ছেন আলুর পরোটারও।

কৃতি তাঁর এই ছবিটিকে ঘিরে খুবই উৎসাহিত। মিমি ছবির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি জানি না ওজন বাড়ার পর আমাকে কেমন দেখতে লাগবে। এই ছবির জন্য আমি নতুন কোনো প্রজেক্টে হাত দিচ্ছি না। আমি নাচ করতে দারুণ ভালোবাসি। গান শুনলেই আমি নাচতে শুরু করে দিই। কিন্তু এখন আমি এসব কিছু থেকে নিজেকে দূরে রাখছি। আমার পুরো নজর এখন ওজন বাড়ানোর দিকে। মিমি ছবিতে আমার অভিনীত চরিত্রের জন্য আমি নতুন ধরনের নানা পরীক্ষা—নিরীক্ষা চালাচ্ছি।'

কৃতির শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ছিল 'পানিপথ'। আশুতোষ গোয়ারিকর পরিচালিত এই ঐতিহাসিক ছবিটি বক্স অফিসে সফলতা পায়নি। ছবির সফলতা এবং অসফলতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ছবি হিট হলে দারুণ লাগবে, তা স্বাভাবিক। তবে কোনো ছবি না চললে এর আর একটা দিক আছে। কারণ, অনেক পরিশ্রমের পর ছবিটা যখন চলে না, তখন খুব খারাপ লাগে। 'পানিপথ'-এর ক্ষেত্রেও তা—ই হয়েছিল। তবে দু-তিন সপ্তাহ পর এই মন খারাপ কাটিয়ে উঠি। আর এই মন খারাপ ভাব থেকে বের হয়ে আসা উচিত। তা না হলে আগামী ছবির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারব না।'

লকডাউনে মা, বাবা, বোন নূপুর শ্যানন আর কৃতি একসঙ্গে আছেন। বোন কবিতা লিখে আবৃত্তি করছেন। সেই ভিডিও আপলোড করছেন তিনি। কেক বানাচ্ছেন, ইয়োগা করছেন। আর নিশ্চিন্তে খাচ্ছেন।

# করোনার দিনে ভাগ্যশ্রীর চুমুর চিহ্ন মুছে দিলেন সালমান

২১ দিনের লকডাউনে ঘরে ঢুকে পড়েছেন বলিউড তারকারা। কিন্তু থেমে নেই তাঁদের সৃজনশীলতা। ঘরে বসেই তাঁরা বানিয়ে ফেলছেন শর্টফিল্ম, সেখানে আবার অংশ নিচ্ছেন দক্ষিণ ভারত, কলকাতা আর মুম্বাইয়ের একঝাঁক জনপ্রিয় মুখ। ঘরে বসেই চলছে টক শো। রিচা চাড্ডার খবর পড়া দেখে আপনি না হেসে থাকতেই পারবেন না। আর টিকটক ভিডিওর তো ছড়াছড়ি। থেকে থেকে সচেতনতামূলক আর থ্যাংক ইউ ভিডিওতেও ভরে ওঠে ইনস্টাগ্রামের উঠান। থেমে নেই দান করছেন করোনামুক্ত ভারত গড়তে। জন্য সিরিজ বানাচ্ছেন কার্তিক আরিয়ান। সালমান খান নতুন করে তৈরি করলেন তাঁর দৃশ্য।

১৯৮৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল ছবি 'ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া'। সেখানে দেখা পালিয়েছেন। এভাবেই সালমানের প্রেমে চিহ্নের ওপর ঠোঁট বোলাচ্ছেন সালমান বানিয়েছেন সালমান।

নতুন দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, সালমান খান ওপর জাঁদরেল গোয়েন্দার মতো সন্দেহের স্যানিটাইজার, অন্য হাতে ন্যাপকিন। তারপর ন্যাপকিন ব্যবহার করে মুছলেন ঠোঁটের দাগ। এভাবেই করোনার দিনে সতর্ক থাকতে বার্তা চলতে বলছেন। ইনস্টাগ্রামে এই ভিডিও প্যায়ার কিয়া' যদি এখন মুক্তি দেওয়া হতো, তাহলে দৃশ্যটা যেমন হতো। বরুণ ধাওয়ান, নুসরাত বরুচা, কারিশমা তান্না, রাশমি দেশাইসহ অসংখ্য তারকা মন্তব্যে জানিয়েছেন, তাঁদের মনে ধরেছে এই ভিডিও। ২৪ ঘণ্টায় ভিডিওটি ইনস্টাগ্রামে দেখা হয়েছে ২১ লাখের বেশিবার।

অনুদান। বলিউড তারকারা কোটি কোটি টাকা এদিকে করোনা নিয়ে ঘরে বসেই ইউটিউবের অন্যদিকে পানভেল ফার্মহাউস থেকেই আইকনিক ছবি 'ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া'র একটি

সালমান খান ও ভাগ্যশ্রী অভিনীত তুমুল হিট যায়, প্রেমিকা ভাগ্যশ্রী কাচের দেয়ালে চুমু এঁকে সায় দেন ভাগ্যশ্রী। এদিকে প্রেমিকার চুমুর খান। এই দৃশ্যটিই 'সংশোধন' করে নতুন করে

প্রেমিকার লিপস্টিকে ছাপা ঠোঁটের চিহ্নের চোখে তাকাচ্ছেন। তাঁর এক হাতে কাচের দেয়াল থেকে স্যানিটাইজার আর

দিয়েছেন সালমান খান। সামাজিক দূরত্ব মেনে পোস্ট করে সালমান লিখেছেন, 'ম্যায়নে

# পড়তে পারো আবোল তাবোল

করোনাভাইরাসের এই কঠিন সময়ে বন্ধুরা সব দূরে। তবে একটা বন্ধু কিন্তু কাছেই আছে। কে সে? সে হচ্ছে বইবন্ধু। নানা ব্যস্ততায় হয়তোবা শেলফের ওই ধুলাজমা বন্ধুটির খবর নেওয়া হয়নি। এখন স্কুল ছুটি থাকায় বন্ধুটির সঙ্গে কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যেতে মানা নেই। আজ তোমাদের আমি এক বইবন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। সে হচ্ছে সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল। সাধারণ কিংবা মামুলি বিষয়ও যে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে, তার অনন্য উদাহরণ আবোল তাবোল। এই ছুটিতে আমি যে বইগুলো পড়েছি, তার মধ্যে এই বই সেরা। আবোল তাবোল লিখেছেন প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, সুকুমার রায় রসের রাজা। মানে তাঁর প্রতিটি লেখাই দারুণ মজার। আবোল তাবোলও এর ব্যতিক্রম নয়। ছড়ার এই বইয়ে হাঁস আর শজারু মিলে হয় হাঁসজারু, বক আর কচ্ছপ মিলে বকচ্ছপ, হাতি আর তিমি মিলে হয় হাতিমি। আরও কত শত অদ্ভুত মজার ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা তোমরা বইটা পড়লেই জানতে পারবে। কাঠবুড়ো, কুমড়োপটাশের মতো অদ্ভুত চরিত্রগুলো তোমার মুখে হাসি ফোটাবে। আর ছড়ার সঙ্গে লেখকের আঁকা ছবিগুলো দেবে বাড়তি মজা। বইটি একবার হাতে নিয়ে দেখো, শেষ না করে উঠতে পারবে না।

রবিবার আগরতলায় স্মার্ট সিটির অন্তর্গত এক বাইসাইকেল র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

# ''পথশ্রী''র অজানা কথা : রাস্তা অমিল, আল পথই ভরসা আবারও ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারী আউশগ্রামের আমানিডাঙাবাসীর

দুর্গাপুর, ১১ অক্টোবর(হি.স.): ঢালাই রাস্তা দুর অস্ত। মোরাম রাস্তাটুকুও জোটেনি। শীত গ্রীষ্ম কিম্বা বর্ষা কাদামাখানো আলপথই একমাত্র ভরসা। স্বাধীন ভারতে যখন আদর্শ গ্রাম, নির্মল গ্রাম নিয়ে গালভরা ফিরিস্তি। ঢাক ঢোল পিটিয়ে পথশ্রী অভিযানের সুচনায় বিভোর যখন গোটা রাজ্য। তখনও চরম বঞ্চনার প্রতিবাদে আবারও ভোট বয়কটের ডাক দিল পুর্ব-বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম ২নং ব্লকের বাবলাবনি, আমানিডাঙ্গার গ্রামবাসীরা।

কুনুর নদীর পাড়ে বহু পুরোনো গ্রাম আমানিডাঙা, বাবলাবনি। আউশগ্রামের দেবশালা পঞ্চায়েতের ওই গ্রামদুটির ৩০ পরিবারের বসবাস। বেশীর ভাগই আদিবাসী সম্প্রদায়ের দিনমজুর। গ্রামের রাস্তাঘাটের অবস্থা বেহাল। গ্রাম থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দুরে কাঁকসার পিয়ারীগঞ্জ। সদর বাজার কিম্বা কাঁকসার হাসপাতালে যেতে হলে কর্দমাক্ত আলপথ দিয়ে আড়াই কিলোমিটার দুরে পিয়ারীগঞ্জ যেতে হয় বাসিন্দাদের। তারপরে ১০ কিমি দুরে হাসপাতাল। বছরখানেক আগে বীরভুম থেকে ফেরার পথে পিয়ারীগঞ্জ স্কুলের সামনে ক্ষুদে পড়ুয়াদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। সেখান থেকেই রাজ্যে ক্ষুদে পড়ুয়াদের জুতো দেওয়ার কথা ঘোষনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো জুতো পেলেও রাস্তা না থাকায় হাতে জুতো নিয়ে স্কুলে যেতে হয় আমানিডাঙ্গা, বাবলাবনির পড়ুয়াদের। পায়ে পরার উপায় নেই। পড়ুয়াদের সবুজ সাথীর সাইকেলও জুটেছে। তবে সেটা চালিয়ে স্কুলে যাওয়ার উপায় নেই। কাদা মাখানো মেঠো আলপথে জুতো পরে চলা দায়। তেমনই সাইকেল চালানো দায়।

গ্রামের পঞ্চায়েত দেবশালা। সেটাও আবার আলপথ দু-কিলোমিটার। বড় কোন গাড়ী যাতায়াতের রাস্তা নেই। গ্রামে হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া জন্য খাটিয়ায় ভরসা। খাটিয়াতে রোগীকে চাপিয়ে আলপথে আড়াই কিলোমিটার নিয়ে গিয়ে তারপর চওড়া রাস্তা। গ্রামের মধ্যে মোটরগাড়ী তো দুর অস্ত সাইকেল রিক্সা যাতায়াতের রাস্তাটুকু নেই। এমনকি গ্রামের রাস্তাতেও মোরামের দানা পর্যন্ত পড়েনি। গত ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে রাস্তার দাবীতে ভোট বয়কট করেছিল। তারপর কুনর নদী দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। সামনে ২০২১ আরও একটা নির্বাচন। চার বছর পরও গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা হয়নি। আর তাই ক্ষোভে ফুঁসছে ওইসব আদিবাসী গ্রাম। দিন দশেক আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পথশ্রী অভিযানে ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের সুচনা করেন।তাছাড়াও গ্রামীন সড়ক তৈরীতে রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারই তৎপর। আদিবাসী গ্রামে ঢালাও উন্নয়নের ফিরিস্তি শোনা যায়। কিন্তু তারপরও কেন দুর্দশায় আমানিডাঙা, বাবলাবনি গ্রামবাসী? প্রশ্ন থেকেই যায়। স্থানীয় বাসিন্দা তাপস সোরেন, গনেশ মুর্মু, সোম সোরেন, সনাতন সোরেন শুকুল হেমব্রম প্রমুখ তরুনরা জানান,' উন্নয়নের ফিরিস্তি শুনে ক্লান্ত। ২০১৬ সালে ভোট বয়কটের পর বছর খানেক হল বিদ্যুৎ পেয়েছি।

বিদ্যুৎ সংযোগ দিলেও যাতায়াতের রাস্তার অভাবে মিটার রিডিং নিতে আসেনা। আন্দাজে বিল নেয়। রাস্তার দাবীতে বহুবার আবেদন করেছি। আজও জোটেনি। গ্রামে কেউ অসুস্থ হলে খাটিয়াতে দোলা করে নিয়ে যেতে হয়। বর্ষায় গ্রামবন্দি জীবন কাটে। প্রশাসনকে বলেছি, ঢালাই কিম্বা পিচ রাস্তার দরকার নেই। রিক্সা, ভ্যান ঢোকার মত মোরামের রাস্তা হলেই চলবে। চাষজমির মালিকদের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা টাকা পেলে দু-ফুট করে জমি ছেড়ে দেবে। সরকার যদি সেই দাম দেয়, আমরা এক''শ দিনের কাজে রাস্তা তৈরী করে নেব। কিন্তু তাতেও সরকারের কোন সাড়া পায়নি।' বাসিন্দারা কড়া হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন,' এযাবৎকাল খোঁজখবর নিতে কোন নেতা বিধায়ক আসেনি। তাই রাস্তা না পেলে আবার ভোট বয়কট করব। নাগরিক পরিষেবা যদি না পায়। তখন ভোট দেওয়ার প্রয়োজন কি?' আউশগ্রামের তৃণমূল বিধায়ক অভেদানন্দ থান্ডার সাফাই দেন,' গ্রামে বাসিন্দারা সারা বছর থাকে না। চাষের সময় আসে। তবুও বিষয়টি দেখা হচ্ছে।'

## রাজ্যপাল রাজ্যের গরিমা নষ্ট করছেন, বিস্ফোরক পার্থ

কলকাতা,১১ অক্টোবর (হি স): বেশ কয়েকদিন ধরে বিজেপি নেতা মনিশ শুক্লর মৃত্যুতে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। আর তারপরেই বিজেপির নবান্ন অভিযানে পুলিশি বাধা থেকে বলবিন্দর সিং নামে এক শিখ যুবকের পাগড়ী খুলে যাওয়া নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এরই মাঝে রবিবার মনিশ শুক্লা মৃত্যুতে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। আর তারপরেই রাজভবনে যায় শিখ প্রতিনিধি দল। আর এরপরেই বেহালা থেকে ''রাজ্যপাল রাজ্যের গরিমা নষ্ট করছেন'' বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তৃণমূল মহাসচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, '' প্রশাসন আইনের পথে চলবে। রাজ্যপাল রাজ্যের গরিমা নষ্ট করছেন। সম্প্রদায়ের মধ্যে গন্ডগোল পাকাচ্ছেন। রাজ্যপালের আসন কলঙ্কিত করা হচ্ছে। রাজ্যপালের ভূমিকার তীব্র ভাষায় নিন্দা করি। রাজ্যপাল ও বিজেপি চক্রান্ত করছেন। রাজ্যের মানুষ চক্রান্ত মেনে নেবে না। রাজ্যভবনকে ব্যবহার করে চক্রান্ত করা হচ্ছে। রাজ্য শিখ সম্প্রদায় প্রতি শ্রদ্ধাশীল''।

## করোনা আবহে চক্ষুদান শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিমার

কলকাতা, ১১ অক্টোবর (হি স):প্রতিবছরই রথের দিন থেকেই যেন শুরু হয়ে যায় দুর্গাপুজোর দিন গোনা। রথের রশ্মি টানার পাশাপাশি কাঠামো পুজো, প্রতিমা বায়না এবং খুঁটিপুজো শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এই বছর করোনা আবহে চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা। তবে দেখতে দেখতে রথ পেরিয়ে মহালয়া পেরিয়ে এসে গেল পুজো। আর মাত্র কয়েকদিন পরেই দুর্গাপুজো। আর আজ রবিবার চক্ষুদান হল শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিমার। প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও রথের দিন নিয়ম মেনে শোভাবাজার রাজবাড়িতে হয় কাঠামো পুজো। দেখতে দেখতেই পুজো এসে গিয়েছে। হয়ে গিয়েছে মায়ের চক্ষুদানের সময়। আর তাই রবিবার বিকেল ৪-টে নাগাদ চক্ষুদান অনুষ্ঠান হল শোভা বাজার রাজবাড়ীতে। প্রতি বছর মহালয়ার দিনই মাতৃমূর্তির চক্ষুদান অনুষ্ঠান হলেও এ বছর মহালয়ের একমাস বাদে দুর্গাপুজো থাকায় তা করা যায় নি। তাই এদিন করা হল মায়ের চক্ষুদান। শোভাবাজার রাজবাড়ির পূজো রাজা নবকৃষ্ণ দেব সূচনা করেন। ২৬৪ তম বছরে পদার্পণ করল শোভাবাজার রাজবাড়ির পূজো। ১৭৫৭ সাল থেকে এই পুজো হয়ে আসছে।

## ছুটির বেলায় পাটুলিতে প্রকাশ্যে যুবককে খুনের চেষ্টা

কলকাতা, ১১ অক্টোবর ( হি স): খাস কলকাতায় দিবালোকে যুবককে খুনের চেষ্টা। এবার ঘটনাস্থল পাটুলি। রবিবার ছুটির দিনে পাটুলিতে এক যুবকের খুনের চেষ্টা করে আরেক যুবক। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

জানা যাচ্ছে, এদিন পাটুলির কাছে গাঙ্গুলি বাগান মোড়ে সুমিত নাগ নামে এক যুবকের উপর চড়াও হয় জিত মুখোপাধ্যায়। অভিযুক্ত একনাগাড়ে সুমিত নামে ওই যুবককে লোহার রড দিয়ে মারতে থাকে। এমনকি আহতর চিৎকারে তার এক বন্ধু তাকে বাঁচাতে গেলে সে-ও আহত হয়। আহতর বন্ধুর মাথায় আঘাত লাগে। কি কারনে আক্রমণ তা এখনও পরিষ্কার নয়। যদিও মনে করা হচ্ছে পুরনো কোন আক্রোশ থেকে এই আক্রমণ। তবে আসল ঘটনা কি তা জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

## ডিমা হাসাওয়ে শূকরের মাংস খেয়ে অসুস্থ ২৫ জন, চিকিৎসাধীন উমরাংসো হাসপাতালে

উমরাংসো (অসম), ১১ অক্টোবর (হি.স.) : শূকরের মাংস খেয়ে ডিমা হাসাও জেলায় ২৫ জন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত উমরাংসোর ১৪ কিলো এলাকার কারবি জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত বড়লংফর গ্রামে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

জানা গেছে, বড়লংফর গ্রামের জনৈক ব্যক্তি শুক্রবার একটি বুনো শূকর মেরে তার মাংস বিক্রি করে গ্রামবাসীদের মধ্যে। এই মাংস খেয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বড়লংফর গ্রামের ২৫ জন। অসুস্থদের মধ্যে ছোট ছোট শিশু ও মহিলাও রয়েছে। বর্তমানে মাংস খেয়ে অসুস্থ ২৫ জনকে উমরাংসো সরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

উমরাংসো সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক যুবক জানিয়েছে, বড়লংফর গ্রামের জনৈক ব্যক্তি একটি অসুস্থ শূকর কেটে তার মাংস বিক্রি করেছিলেন গ্রামবাসীদের মধ্যে। শুক্রবার রাতে এই শূকরের মাংস রান্না করে খাওয়ার পর আজ শনিবার দুপুর থেকে গ্রামের মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের শুরু হয় বমি ও ডায়ারিয়া। এমতাবস্থায় আজ সন্ধ্যার দিকে অসুস্থ ২৫ জনকে উমরাংসো সরকারি হাসপাতালে এনে ভরতি করা হয়। এদিকে উমরাংসো হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, শূকরের মাংস খেয়ে বিষক্রিয়া হওয়ার দরুন গ্রামের মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

## নতুন দল গড়ে বিধানসভায় লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকির

ভাঙড়, ১১ অক্টোবর (হি. স.): জল্পনার অবসান করলেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিক। রবিবার ভাঙড়ের ভরা জনসভায় জানিয়ে দিলেন ডিসেম্বরেই নতুন দল ঘোষণা হবে। দল রাজ্যে ক্ষমতায় আসলে দলিত কিম্বা আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং মুসলিম সম্প্রদায় থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবে বলে ঘোষণা করেন তিনি।

২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেবে ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর দল। যার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি সহ বিভিন্ন জেলার একাধিক আসনে প্রার্থী দেবেন তাঁরা। রবিবার ভাঙড়ের চন্ডীপুর ফুটবল ময়দানে সভা করে একথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, 'ডিসেম্বর মাসে নতুন দল ঘোষণা হবে। আর জানুয়ারি তে জীবনতলায় লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতে সভা হবে।' তিনি হুংকার দিয়ে বলেন,'দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তৃণমূল কংগ্রেস একটিও আসন পাবে না। আমরা অনেক আসন পাচ্ছি।' এদিন তিনি তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি ভাঙড়, ক্যানিং দখল করার হুশিয়ারীও দেন। এভাবেই তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দেন আব্বাস। যদিও আব্বাস সিদ্দিকির এই বক্তব্যকে পাত্তা দিতে নারাজ তৃণমূল।

# মেঘালয়ে বাঙালি নির্যাতনের প্রতিবাদে আন্তঃরাজ্য সীমান্ত মালিডহরে বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তুতি 'আমরা বাঙ্গালী'র

শিলচর (অসম), ১১ অক্টোবর (হি.স.) : মেঘালয়ে বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপর অমানবিক নির্যাতনের প্রতিবাদে আন্তঃরাজ্য সীমান্তে মালিডহরে বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তুতিস্বরূপ এলাকা পরিদর্শন করেছেন 'আমরা বাঙ্গালী'-এর কর্মকর্তারা। সংগঠনের অসম প্রদেশ কমিটির সচিব সাধন পুকায়স্থ, কাছাড় জেলা কমিটির সচিব দেবব্রত দেবরায়, বাঙালি ছাত্র-যুব সমাজের আহ্বায়ক পার্থপ্রতীম দেব প্রমুখ রবিবার অসম-মেঘালয় সীমান্তবর্তী অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন।

আন্তঃরাজ্যের সীমান্তবর্তী অসম ভূখণ্ডে দিগরখাল-মালিডহর পরিদর্শন করে পরবর্তী আন্দোলন সাব্যস্ত করা হবে জানিয়েছেন সাধন পুরকায়স্থ। এদিন সীমান্তের প্রভাবশালী ব্যক্তি সুব্রত চক্রবর্তী, তপন দাস, কনক নাথ, মুকুন্দ মালাকার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নিশিকান্ত দেব সহ বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সঙ্গে স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা। উদ্বেগ ব্যক্ত করে সাধন পুরকায়স্থ জানান, দেশ স্বাধীনতা অর্জনের আগে থেকেই বহুসংখ্যক বাঙালি শিলং, জোয়াই, লাড্রিমবাই, ক্লেহরিয়েট, লুমসুলম প্রভৃতি এলাকায় বসবাস করে আসছেন। অবিভক্ত অসমের রাজধানী শিলং (অধুনা মেঘালয়) সহ অধুনা মেঘালয়ের বিভিন্ন শহরে যুগ যুগ ধরে চাকরি ও ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রে বসবাস করে আসছেন বাঙালিরা। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে শিলং শহরে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক বিভাগের ক্ষেত্রীয় কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয় রয়েছে। সেই সুবাদে নিত্য প্রয়োজনে শিলঙে যাতায়াত অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু বর্তমানে অবাঞ্ছিতভাবে বাঙালি জনগণকে টার্গেট করে বিভিন্নভাবে লাঞ্ছনা করা হচ্ছে মেঘালয়ে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন থেকে মেঘালয়ে বাঙালি জনগোষ্ঠীয় মানুষকে চিহ্নিত করে হামলা ও নানাভাবে হেনস্তার অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার ইছামতি ও ভোলাগঞ্জ এলাকায় বাঙালি জনগণের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে সেখানকার একটি এনজিও-কর্মকর্তারা। বাঙালি ব্যবসায়ী এবং শ্রমিকদের পরিচয় চেয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র চেকিংয়ের নামে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তথাকথিত ওই খাসি এনজিও। সাম্প্রতিককালে নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলেছে। বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা স্কুল কলেজে ভরতির ক্ষেত্রেও দারুণ প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখিন হচ্ছেন। বাঙালিদের অটো রিকশা, ট্যাক্সি প্রভৃতি যানবাহন রাস্তায় চালাতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। চুণাপাথরবাহী লরির বাঙালি চালকদের খনি থেকে চুণাপাথর আনতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে আমদানি রফতানি ব্যবসার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। অসংখ্য ট্রিপারের চাকা বন্ধ করে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে ব্যাঙ্ক ও প্রাইভেট ফিইনান্সের ঋণ নিয়ে প্রত্যেকটি ট্রিপার বা অটো-ট্যাক্সি ক্রয় করে বর্তমানে মাসের কিস্তি দিতে গিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন গাড়ির মালিকরা। এছাড়া বাঙালিদের দোকান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত খুলতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। কার্যত বর্তমানে কয়েক লক্ষ বাঙালি মেঘালয়ে পণবন্দি অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠছে সর্বত্র। তবুও টনক নড়ছে মেঘালয় সরকারের। এমন অমানবিক নির্যাতন বন্ধের দাবিতে 'আমরা বাঙ্গালী' লাগাতার আন্দোলন করে আসছে। কলকাতায় মেঘালয় ভবনের সামনে বিক্ষোভ এবং ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় মিছিল আন্দোলন করার পাশাপাশি মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপালের কাছে একাধিক স্মারকপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন থেকে বাঙালি নির্যাতনের সামগ্রিক পরিস্থিতির শিকার শিশু ও মহিলাদের দুর্গতির বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। কিন্তু কোনও কিছুতেই নির্যাতনের উপশম হচ্ছে না।

বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়ার জন্য মেঘালয়ে অসংখ্য বাঙালি জনগণ অনাহারে অর্ধাহারে দিন যাপন করছেন। বিশেষ করে শিশুরা পর্যন্ত খাদ্যাভাবে কাতরাচ্ছে। এভাবে ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য হয়ে একই দেশের সংবিধানের নিয়মনীতি উপেক্ষা করে বাঙালি জনগণের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করেছেন সাধন পুরকায়স্থ। তিনি খেদ ব্যক্ত করে জানান, ইস্ট খাসি হিলসজেলার সহরা মহকুমার শেল্লা থানার অধীন ভোলাগঞ্জ, ইছামতি, কালিবাড়ি, কালাটেক এলাকায় প্রায় সাড়ে সাত হাজার বাঙালি মানুষ রয়েছেন।

এর মধ্যে দেড় শতাধিক মানুষ রফতানি ব্যবসা ও বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। প্রায় প্রত্যেক রফতানিকারীর গাড়ি যেমন ট্রিপার, এসকেভেটরের ইত্যাদির ঋণের মাসিক কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়ার ফলে ব্যবসায়ীরা চরম বিপাকে পড়ছেন। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে বাঙালি জনগণের উপর খাসি এনজিও-র জুলুমবাজি শীঘ্রই বন্ধ করার জন্য মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে 'আমরা বাঙ্গালী' একাধিক স্মারকপত্র প্রদান করেছে। স্মারকপত্রের প্রতিলিপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছেও প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। তাই এই করুণ পরিস্থিতির তীব্র প্রতিবাদে এবার সংস্থা বাধ্য হয়ে সীমান্তঘেঁষা মালিডহর-দিগরখালে বিক্ষোভ আন্দোলন গড়ে তুলবে। শীঘ্রই আন্দোলনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে বলে জানান সাধন পুরকায়স্থ। এই আন্দোলনে মেঘালয়ে ব্যবসা বাণিজ্যর সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক পরিবারের সদস্য তথা বাঙালি জনগোষ্ঠীয় শুভাকাঙ্ক্ষীদের এগিয়ে এসে তাঁদের আন্দোলনকে সফল করে তুলতে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন সাধন পুরকায়স্থ।

## পশ্চিমবঙ্গে রেকর্ড গড়েই চলেছে করোনা, ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ৩৬১২জন

কলকাতা, ১১ অক্টোবর (হি. স.): পুজোর আগে রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি যে ক্রমেই জটিল হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। রোজই নতুন রেকর্ড তৈরি হচ্ছে সংক্রমনের নিরিখে। এদিকে কমছে সুস্থতার হারও। রাজ্যে যেই পরিমাণ নমুনা পরীক্ষা হচ্ছে তার তুলনায় আক্রান্তের সংখ্যা যে বাড়ছে তা বলার অবকাশ রাখে না। রাজ্যে যে হারে সুস্থতার হার বেড়েছিল তার থেকে অনেক দ্রুত হারে কমছে দৈনিক সুস্থতা। গতকাল যেখানে সুস্থতার হার ছিল ৮৭.৯০ শতাংশ। একদিনেই সেই হার নেমে দাঁড়িয়েছে ৮৭.৮৪ শতাংশে। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ফের রেকর্ড সংখ্যক মানুষ নতুন করে করোনা সংক্রমিত হয়েছেন। সেই সংখ্যা ৩৬১২জন। এদিন মৃত্যু হয়েছে ৫৯ জনের। এদিকে মোট পরীক্ষিত নমুনার ৭.৯৮ শতাংশ মানুষের এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩১১০জন। তাই রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩০হাজার ২৩৬জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ৯৪হাজার ৮০৬জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ৫৮হাজার ৯৪৮জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫৬২২জনের।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতা শহরে ৭৫৭ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪হাজার ৪৪৩টি। গত ২৪ ঘন্টায় ৬০৯জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৫৫হাজার ৯২১জন। গত ২৪ ঘন্টায় মারা গেছে শহরে ১৬জন। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৮৭৭জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৬৬৪৫জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চবিবশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৭৪জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৬৯৪জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪২ হাজার ৬১১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৬লাখ ৯৩হাজার ৬০০টি। এখন রাজ্যে ৮৯টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

## এসআই কেলেংকারি : মূল দুই অভিযুক্ত পিকে এবং দিবনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা সিআইডির, উদ্ধার আরও ৪.২০ লক্ষ টাকা

গুয়াহাটি, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : অসম পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর (এসআই) পদে পরীক্ষা কেলেংকারির মূল দুই অভিযুক্ত প্রাক্তন ডিআইজি প্রশান্তকুমার দত্ত এবং বিজেপি নেতা দিবন ডেকাকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করেছে তদন্তকারী সিআইডির শীর্ষ আধিকারিকের দল। আজ রবিবার গুয়াহাটির কাহিলিপাড়ায় অবস্থিত রাজ্য পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) দফতরের একটি বিশেষ কক্ষে তাদের জেরা চালানো হয়েছে। আজকের জেরায় বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ধার হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে কী তথ্য উদ্ধার হয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও এই কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত আরও বেশ কয়েকজনের নাম তারা প্রকাশ করেছেন বলে জানিয়েছে সূত্রটি। সে অনুযায়ী গ্রেফতার করা হতে পারে কয়েকজন তাবড়কে।

এদিকে এসআই পদে নিয়োগ কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ইতিপূর্বে ধৃত সরোজ শর্মার বাসভবন এবং তার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে সিআইডির দল নগদ ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। প্রথমে সুন্দরপুরে (জু-রোড) হৃদয়ানন্দ লেনে সরোজ শর্মাকে নিয়ে তার ৫ নম্বর বাসগৃহে সিআইডি অভিযান চালিয়েছিল। সেখান থেকে জু রোডে তৃষ্ণা গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড-এর কার্যালয়ে গিয়ে সিআইডির দল তালাশি অভিযান চালায়। অভিযানের সময় তদন্তের স্বার্থে কার্যালয় চত্বরে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তৃষ্ণা গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড-এর কার্যালয় থেকে নগদ ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা উদ্ধার করে কমপিউটারের হার্ডডিস্ক, পেনড্রাইভ ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এদিকে সরোজ শর্মার ফ্ল্যাট থেকে তার ব্যবহৃত এএস ০১ ইজি ০৬৮৫ নম্বরের একটি দামি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

সংগঠিত কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে এখন পর্যন্ত মোট ৪৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজকের ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ছাড়া অন্যদের হেফাজত থেকে নগদ পাঁচ কোটির বেশি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে রাজ্য পুলিশ। গতকাল রাজ্যের পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত জানিয়েছিলেন, এই কেলেংকারির সঙ্গে জড়িতদের কোনও অবস্থায় রেহাই দেওয়া হবে না। তাঁরা অসম পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকই হোন কিংবা রাজনৈতিক নেতা, ছাড়া হবে না কাউকে। এ ব্যাপারে গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল শূন্য সহনশীল অবস্থান নিয়েছেন বলেও জানিয়েছিলেন ডিজিপি মহন্ত।

## দক্ষিণ ২৪ পরগণায় গাছের সুপারি পাড়াকে কেন্দ্র করে পারিবারিক সংঘর্ষ

বারুইপুর, ১১ অক্টোবর (হি. স.): দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বাগানের সুপারি পাড়তে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল। অভিযোগ, এক ভাই অপর ভাই ও তাঁর স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় দু''জনকে বারুইপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে স্ত্রীর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বারুইপুর থানার কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধামনগরে ঘটেছে এই ঘটনা। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে কল্যানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা আফজালের সঙ্গে আনোয়ার হোসেনের নয় বিঘার জমি দখল নিয়ে মামলা চলছে। আর সেই জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রায়ই দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া এবং অশান্তি লেগেই থাকত। এদিন তা চরম আকার নেয়। বিবাদমান জমিতে সুপারি পাড়তে আসেন আনোয়ার হোসেন। সঙ্গে তাঁর কিছু লোকজন ছিল। কিন্তু তাঁদের বাধা দেন আফজাল ও তাঁর স্ত্রী আয়েশা বেগম। অভিযোগ, এরপরই ওই দু''জনের উপর চড়াও হন আনোয়ার হোসেন ও তাঁর লোকজন। ধারালো অস্ত্র দিয়ে দু''জনকেই এলোপাতাড়ি আঘাত করতে থাকেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, আয়েশা বেগমের কোমরে হাতে ওমাথা গুরুতর আঘাত লেগেছে। আফজালের হাত ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর থেকেই ওই এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। রক্তাক্ত অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে উদ্ধার করেন হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। ততক্ষণে কোন স্থল থেকে চম্পট দেন আনোয়ার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিস। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

## এবার উৎসব নয়, হোক মানুষের পুজো এমনটাই বার্তা দিচ্ছে সুরুচি সংঘ

কলকাতা, ১১ অক্টোবর (হি স): ইতিমধ্যেই দিন গোনা আরম্ভ করে দিয়েছে শহরবাসী। কারণ পুজো প্যান্ডেল গুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যাচ্ছে যে জোরকদমে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে সেখানে। তবে,চলতি বছর করোনা আবহে ভুগছে শহরবাসী। আর তাই এইবছর উৎসব নয়, হোক মানুষের পুজো এমনটাই বার্তা দিচ্ছে সুরুচি সংঘ। চলতি বছর করোনা আবহে গাইডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে দুর্গাপুজোর ক্ষেত্রে। একাধিক নিয়ম মেনে সুরক্ষার সাথে তৈরি হচ্ছে প্যান্ডেল। তাই এবার মানুষের পুজো করতে চাইছে নিউ আলিপুর সুরুচি সংঘ। এবার মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে বাঁশ, ডেকোরেটরের কাপড়, ছাপা শাড়ি ও গামছার মতো জিনিসপত্র দিয়ে।

## আজারবাইজানের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত আরও ২৫ আর্মেনীয় যোদ্ধা

ইয়েরেভান, ১১ অক্টোবর (হি. স.): আজারবাইজানের সঙ্গে যুদ্ধে নাগোরনো-কারাবাখের আরও ২৫ আর্মেনীয় যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। রবিবার অধিকৃত অঞ্চলটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লেখ করে এমনটাই জানিয়েছে আর্মেনিয়ার সংবাদ মাধ্যম প্যারাআর্মেনিয়ান এ খবর জানিয়েছে।আর্মেনিয়ার সংবাদ মাধ্যম প্যারাআর্মেনিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে আজারবাইজানের সঙ্গে যুদ্ধে সর্বমোট ৪২৯ আর্মেনীয় যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। কারাবাখ অঞ্চলটি আন্তর্জাতিকভাবে আজারবাইজানের ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃত। তবে ওই অঞ্চলটি জাতিগত আর্মেনীয়রা ১৯৯০'র দশক থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে। গত মাসের শেষের দিকে নতুন করে শুরু হওয়া যুদ্ধে আর্মেনিয়ার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমে দাবি করা হয়।

শুক্রবার রাশিয়ার মধ্যাস্থতায় মস্কোতে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের সঙ্গে ১০ ঘণ্টা শান্তি আলোচনা হয়। এতে দুই দেশ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় বলে জানিয়েছে রাশিয়া। এদিকে শনিবার স্থানীয় সময় ১২ টা থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। তবে আজারবাইজানের সংবাদ মাধ্যম

ছয়ের পাতায়

## এখন ট্যুইট করে দোষ ঢাকা যাবে না, পাগড়ি-বিতর্কে স্বরাষ্ট্রদফতরকে কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ১১ অক্টোবর ( হি স): বিজেপির নবান্ন অভিযানে বলবিন্দর সিং নামে এক শিখ যুবকের পাগড়ী খুলে নেওয়া নিয়ে তোলপাড় হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। এই ঘটনার ক্ষোভে ফুঁসছে বঙ্গ বিজেপিও। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। এরপরেই রবিবার এই নিয়ে টুইট করেছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের টুইটকে কটাক্ষ করে পাল্টা জবাব রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ টুইট করে এদিন জানানো হয়, "একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে বিকৃত করে প্রচার করা হচ্ছে। এক ব্যক্তির কাছে বেআইনি অস্ত্র ছিল বলে পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছে। বাংলা শিখ ভাই বোনেরা শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশে আনন্দের সঙ্গে রয়েছে। শিখ সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে সরকারের। কিন্তু একটি রাজনৈতিক দল এই ঘটনাকে বিভেদের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক রং লাগাতে চাইছে"। আর এর পরেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের টুইটকে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষের পাল্টা জবাব, "কোনও সুরক্ষা কর্মীকে এভাবে ব্যবহার করা যায় না।এখানকার লাইসেন্স না থাকলেও তার কাছে লাইসেন্স ছিল তাঁর কাছে তাঁর বেআইনি অস্ত্র ছিল না।তাকে যেভাবে প্রকাশ্যে চুল ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ সেটা সারা দেশের মানুষ দেখেছে। সবাই ছি ছি করছে।যেভাবে এক সুরক্ষাকর্মীর সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে তা নিন্দনীয়। এখন ট্যুইট করে দোষ ঢাকা যাবে না"।

## ট্রেড লাইসেন্স থেকে বকেয়া অর্থ আদায় করতে উদ্যোগী কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ১১অক্টোবর (হি. স.): বহু ক্ষেত্র থেকেই বিপুল পরিমানে অর্থ বকেয়া পরে রয়েছে কলকাতা পুরসভার। এদিকে পুরসভার কোষাগারে টান পড়েছে লকডাউনের জেরে। তাই এবার ট্রেড লাইসেন্স থেকে প্রাপ্য বকেয়া অর্থ দ্রুত আদায় করতে উদ্যোগী হল কলকাতা পুরসভা। পুরসভার প্রশাসকবোর্ডের চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম বলেন, পুরকমিশনার বিনোদ কুমার ট্রেড লাইসেন্স বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেছেন ইতিমধ্যেই। এর জন্য বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। শহরে কতজন বর্তমানে ব্যবসা করছেন, তাদের মধ্যে কার কত পরিমান অর্থ বকেয়া পরে আছে, কেন এতদিন তারা লাইসেন্স ফি দিতে পারেননি, কারা ইতিমধ্যে ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু পুরসভার রেকর্ডে তাদের নাম আছে সেই সব বিষয় এই দলের সদস্যরা খতিয়ে দেখবেন। একইসঙ্গে বকেয়া অর্থ দ্রুত আদায় করার উদ্যোগ নেবে এই দল। অন্যদিকে, লকডাউনের জন্য লাইসেন্স ফি দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে বলেও জানান পুরপ্রশাসক।

### আর্মেনীয় যোদ্ধা

পাচের পাতার পর

জানিয়েছে, সাময়িক যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে আজারবাইজানে গোলা হামলা অব্যাহত রেখেছে আর্মেনিয়া।

এর আগে বাকুর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, শনিবার টার্টার ও আগদামের বেসামরিক অঞ্চলে রকেট ও আর্টিলারি হামলা অব্যাহত রেখেছে আর্মেনিয়া। এরই প্রতিশোধ হিসেবে পাল্টা হামলা চালায় আজারবাইজান। যদিও আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান একে অপরকে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করছে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল :** জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার স্টেশনগুলিতে কড়া নিরাপত্তা রেল পুলিশের

কলকাতা, ১০অক্টোবর (হি. স.): শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার স্টেশনগুলিতে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে রেখেছে রেল পুলিশ। হাওড়া ডিভিশনেও এই নিরাপত্তা বেষ্টনী বসানো হবে। সূত্রের খবর, সোমবার থেকে হাওড়া ডিভিশনে ৫৩টি রেলস্টেশনে আরও সতর্কতামূলক সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু করছে রেল।

রেল সূত্রে খবর, রোজ চেকিং করে যাত্রীদের ঢোকানো হচ্ছে প্লাটফর্মগুলিতে। নিয়মতি মাইকিং চালানো হচ্ছে স্টেশনগুলিতে। কেউ অবৈধভাবে প্ল্যাটফর্মে না ওঠে সেদিকেও নজর দারি চালানো হচ্ছে।সোনারপুর, বারুইপুর, কাকদ্বীপ, নামখানা, ক্যানিং, ঘুটিয়ারি শরিফ সহ দক্ষিণ শাখার একাধিক স্টেশনে রেলপুলিশ ও টিকিট পরীক্ষকরা কড়া নজরদরিতে চালাচ্ছেন।

## চলতি বছরে কথা মাথায় রেখে এবার করোনা ধ্বংস করার আহ্বান জানাচ্ছে ভবানীপুর৭৫ পল্লী

কলকাতা, ১১ অক্টোবর ( হি স): চলতি বছরের শুরুর দিন থেকেই একটা দিনও ভালো কটায়নি শহরবাসী। প্রথমে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা তারপর ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় আম ফান। দুইয়ে মিলিয়ে কঠিন অবস্থা শহরবাসীর। তবে দেখতে দেখতে এসে গেল পুজো। চলতি বছরের কঠিন সময় করোনা ধ্বংস করার আহ্বান জানাচ্ছে ভবানীপুর ,৭৫ পল্লী।

মাঝে আর মাত্র কয়েকটা দিন তারপর এই বাঙালি সারা বছরের প্রতীক্ষা শেষ। কারণ তার পরেই শহরের জ্বলে উঠবে আলো। শহর আলো দিয়ে আজা মানেই বাঙালি বুঝে যায় মা এসে গিয়েছে। চলতি বছর করোনা আবহে ভুগছে শহরবাসী। কিভাবে মুক্তি পাবে কঠিন ভাইরাসের থেকে সেই চিন্তায় সকলের রাতে ঘুম হয়েছে। তবে মা আসছে সকলের বিশ্বাস মা - ই সমস্ত রকমের দুঃসময় থেকে বাঁচিয়ে দেবে শহরবাসীকে সেই কথা মাথায় রেখে এই বছর কঠিন সময় করোনা ধ্বংস করার আহ্বান জানাচ্ছে ভবানীপুর ৭৫ পল্লী। এবার এটাই তাদের থিম।

## বেলগাছিয়া স্টেশনে ঝাঁপ দেওয়া তরুণী প্রাণে বাঁচলেও খোয়া গেল হাত

কলকাতা, ১১ অক্টোবর ( হি স): রবিবার ছুটির দিনে বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ দেয় এক তরুণীর। তরুনীর আত্মহত্যা করার চেষ্টায় মুহূর্তে থমকে যায় মেট্রো পরিষেবা। এরপরেই ওই তরুণীকে উদ্ধার করে আরজিকর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাণে বেঁচে গেলেও ঝাঁপ দেওয়ার জেরে খোয়া গেল তরুনীর হাত।

যাত্রীদের সুবিধার্থে সোম থেকে শনির পাশাপাশি রবিবার করেও চলছে মেট্রো। করোনা আবহে ক দিন মাত্র চালু হয়েছে মেট্রো। কিন্তু এরই মাঝে ফের মেট্রোয় আত্মহত্যার চেষ্টা। রবিবার সকাল ১১টা ৩৫-এ বেলগাছিয়া স্টেশনে ডাউন লাইনে মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেন বাগুইআটির ওই তরুণী। বিষয়টি বোঝা মাত্রই ব্রেক কষেন চালক। ফলে প্রাণে বেঁচে যান ওই তরুণী। এই ঘটনার থমকে যায় মেট্রো পরিষেবা। আপ-ডাউন দু'দিকেই মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত হয়। প্রায় ৪৫ মিনিট পর স্বাভাবিক হয় মেট্রো চলাচল। যদিও ওই তরুণী প্রাণে বাঁচলেও তাঁর বাঁ হাত কাটা পড়েছে।

### হর্ষবর্ধনের

● প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্য দপ্তর বিভিন্ন বড় বড় পূজার কাছাকাছি টেস্টিং টিম নিযুক্ত করতে পারে. স্বাস্থ্যদপ্তর পূজার দিনগুলিতেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পূজা এলাকায় টেস্টিং টিম রাখতে পারে যাতে আয়োজকদের দ্বারা নির্বাচিত পূজা দিতে আসা লোকেদের টেস্ট করা যায়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কোভিড-১৯ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার উপর পোস্টার/স্ট্যাণ্ডীজ/ এ ভি মিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে পূজা প্যাণ্ডেলের কাছে। রোগের লক্ষণ রয়েছে এমন কোন ব্যক্তিকে পূজা প্যাণ্ডেল বা সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

এদিকে, শুরু হয়ে গিয়েছে উৎসবের মরসুম। সামনে একে একে এখন অনেক উৎসব। নবরাত্রি, দশহরা, দুর্গাপূজা, কালীপুজো, দিওয়ালি, ভাইফেঁটা, ছট পুজো।কিন্তু এই উৎসবের মরসুমে দেশবাসীকে করোনা বিধি মেনে চলার আহ্বান করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন। বিধি মেনে না চললে দেশজুড়ে বাড়তে পারে করোনা সংক্রমণ বলে জানিয়েছেন তিনি।

রবিবার দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, উৎসবের মরসুমে বিধি মেনে না চললে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। সকলের জন্য বড় ধরনের বিপদ হয়েছে দেখা দিতে পারে। যে কোন ধর্মেরই ধর্মগুরুরা সাধারণ নাগরিকের জীবনকে বিপন্ন করে তুলবে না।প্যান্ডেলে গিয়ে পুজো করতে কোন ভগবান বলে দেয়নি।শুদ্ধ অন্তঃকরণের মাধ্যমেই ভগবানকে অনুসরণ করা যায়। পরিবারের সঙ্গে বাড়ির মধ্যেই উৎসব উদযাপন করা যায়।প্যান্ডেল বা মেলায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দেশের জনগণকে রক্ষা করা কর্তব্য থেকেই তিনি এই কথা বলেছেন বলে জানিয়েছেন হর্ষবর্ধন।

উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সবমিলিয়ে ছাড়িয়ে গিয়েছে ৭০ লাখের গণ্ডি।বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছে ৭৪৩৮৩, ওই সময়ের মধ্যে নিহত হয়েছে ৯১৮।

### জওয়ান

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।পাশবিক লালসার ঘটনায় জড়িত অভিযুক্ত টিএইচ ৮ জনের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

### পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

তিনের পাতার পর

হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, গুয়াহাটি ক্লাব থেকে বামুনি মৈদাম সংযোগী অন্য একটি ফ্লাইওভার নির্মাণেরও চিন্তাচর্চা করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের কার্যকালে শরাইঘাট, ব্রহ্মপুত্র ওপর দ্বিতীয় সেতুর সাথে বগিবিল, ধলা-শদিয়া ইত্যাদি সেতু তৈরি করা হয়েছে। এ সব বিজেপি জোট সরকারের সফলতা বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, গুয়াহাটি মহানগরের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বহু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ হলে গুয়াহাটি মহানগর প্রকৃত অর্থেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দুয়ারমুখ হিসেবে পরিগণিত হবে।

### গ্রেফতার দুই

তিনের পাতার পর

নদী পথে বালাডোবায় যাচ্ছিল তারা। পুলিশ নৌকায় লুকিয়ে রাখা দুই কার্টুন মদ উদ্ধার করেছে। দক্ষিণ শালমারা থানার পুলিশ অফিসার অতুল রায় সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, সর্বমোট ২০৪ বোতল বিলাতি মদ নদী পথে অবৈধভাবে নিয়ে যাচ্ছিল বদিয়ত জামাল ও রশিদুল ইসলাম। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে মদ সমেত দুই চোরা কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুজনকেই ধুবড়ির বিচারবিভাগীয় আদালতে পাঠানো হলে আদালত তাদের জেলা কারাগারে পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, দক্ষিণ শালমারা এবং মানকাচর অঞ্চলের একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে মেঘালয় থেকে অবৈধভাবে বিদেশি মদ পানের দোকানে বিক্রি করে রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

## বঙাইগাঁওয়ে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ভস্ম দোকান সহ সিগারেটের গুদাম

বঙাইগাঁও (অসম), ১১ অক্টোবর (হি.স.) : নিম্ন অসমের বঙাইগাঁও শহরে বিধ্বংসী এক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে একটি মটর পার্টসের দোকান এবং আইটিসি সিগারেটের গুদাম।

ঘটনা রবিবার ভোররাত প্রায় তিনটা নাগাদ বঙাইগাঁও-চাঁপাগুড়ি রোড সংলগ্ন এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি ইঞ্জিন নিয়ে ছুটে আসে বঙাইগাঁও দমকল বাহিনী। ডাক পেয়ে আরও দুটি ইঞ্জিন নিয়ে কাজলগাঁও এবং অভয়াপুরি থেকে আসে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর দল। প্রায় তিন ঘণ্টার কসরতে তাঁরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখায় আইটিসি কোম্পানির সিগারেটের গুদাম এবং একটি মটর পার্টসের গুদাম সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

আগুন লাগার কারণ এই খবর লেখা পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিটের ফলেই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে। এ ঘটনায় কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

## বিহার বিধানসভা নির্বাচনে উপলক্ষে ১৪ সদস্যের বিশেষ কমিটি গঠন কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ভাল ফল করতে মরিয়া কংগ্রেস। সেই লক্ষ্যে ১৪ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করল এই শতাব্দীপ্রাচীন দলটি। কমিটির নামকরণ করা হয়েছে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয় কমিটি। বর্তমানে এই কমিটির মাথায় বসানো হয়েছে দলের রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা। এই কমিটিতে রয়েছেন মীরা কুমার, সুবোধ কান্ত সহায়, শত্রুঘন সিনহা, কীর্তি আজাদ, তারিক আনোয়ার, শাকিল আহমেদ, অজয় যাদবের মতো নেতারা।

উল্লেখ করা যেতে পারে বিধানসভা নির্বাচনে আরজেডি সঙ্গে জোট করে লড়ছে কংগ্রেস। এই নির্বাচনে বিহার দখল করতে মরিয়া শতাব্দীপ্রাচীন দলটি।

## শিক্ষা এবং সেবা ক্ষেত্রে নিরন্তন কাজ করে চলেছে আরএসএস : মোহন ভাগবত

অমরাবতী, ১১ অক্টোবর (হি. স.): দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শাখা এবং কর্মপরিধি বিস্তারের পক্ষে সওয়াল করলেন সরসঙ্ঘচালক ডা: মোহন ভাগবত ।শনিবার মঙ্গলগিরি মন্ডলের দুইদিনের আয়োজিত মন্ডল প্রচার বৈঠকে নুটাকি বিজ্ঞান বিহার স্কুলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, সংঘ নিরন্তন শিক্ষা এবং সেবা সহ পঞ্চাশটি ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে।

রাজ্যে হিন্দু মন্দিরের ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। এদিন সরসঙ্ঘচালক রত্ন সেবা অ্যাপের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। এই অ্যাপটি সেবা ভারতীর দ্বারা বিকশিত করা হয়েছে। এই উপলক্ষে সেবা ভারতীর সচিব কাকনি পৃথ্বীরাজ জানিয়েছেন, করোনা মহামারী সংকটের পরিস্থিতিতে এই এক অনেক কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।করোনা রোগীদেরকেও এই অ্যাপ সহায়তা করবে। এমনকি কি এই প্লাসমা দান করা যায় সেই বিষয়ে সাহায্য করবে।

## করিমগঞ্জের এসপি সহ অসম পুলিশে সামান্য রদবদল

গুয়াহাটি, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : বদলি হলেন করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার কুমার সঞ্জিত কৃষ্ণ (এপিএস)। রাজ্যের গৃহ দফতর আজ এইচএমএ.৩০৭/২০১৩/৩৭১ নম্বরের (১১ অক্টোবর ২০২০) এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে করিমগঞ্জের নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে গুয়াহাটির ডিসিপি (ট্রাফিক) ২০১৫ ব্যাচের আইপিএস মায়াঙ্ক কুমারকে নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে। কুমার সঞ্জিত কৃষ্ণকে বরপেটার পুলিশ সুপার, ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এফআরআরও) করে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে গুয়াহাটির ডিসিপি (ট্রাফিক) হিসেবে এডিসিপি প্রাণজিৎ বরা (এপিএস)-কে দায়িত্ব সামলাতে বলা হয়েছে। এছাড়া ক্রাইম ব্রাঞ্চের এডিসিপি নবনীত মহন্তকে গুয়াহাটি (পশ্চিম)-এর ডিসিপি হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে রাজ্য গৃহ দফতর।

## কলকাতা দেশের মধ্যে মহিলাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ শহর, দাবি পুরমন্ত্রীর

কলকাতা, ১১অক্টোবর (হি. স.): পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতন দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক কম। এমনটাই দাবি করেছেন রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে তাঁর মতে, "কলকাতা দেশের মধ্যে মহিলাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ শহর"।

দেশে নারী নির্যাতন রুখতে দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পাঠানো নির্দেশিকার প্রেক্ষিতে ফিরহাদ হাকিম বলেন, "নারী নির্যাতনের সংস্কৃতি এ রাজ্যে নেই। এই ধরণের ঘটনা এ রাজ্যে প্রায় ঘটেনা বললেই চলে। এখানে কোথাও মহিলাদের উপর অত্যাচারের খবর আসলে পুলিশ প্রশাসন অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে"। পাশাপাশি তাঁর কটাক্ষ, "বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে এই নির্দেশের প্রয়োজন "।

### অনিল দেশাই

আটের পাতার পর

নির্বাচনী জোট করেনি। ফলে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে একাই লড়বে শিবসেনা।বিহারের যেসব জায়গায় দলের কর্মীরা জনসেবায় নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়েছে সেই সব আসনগুলিতে প্রার্থী দেবে শিবসেনা।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দলের সর্বভারতীয় ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সচেষ্ট উদ্ধব ঠাকরে। এর আগে একাধিকবার অযোধ্যায় গিয়েছেন তিনি। এমনকি অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ নিয়েও তিনি বারবার সরব হয়েছে। এবার বিহার বিধানসভার প্রার্থী দিয়ে দলের সর্বভারতীয় ভাবমূর্তি তৈরির চেষ্টা করছেন তিনি।

### ভক্তকুলের ভিড়

আটের পাতার পর

এছাড়া প্রত্যেককে মুখে মাস্ক ও কঠোর ভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

প্রসঙ্গত, কামাখ্যা মন্দির খোলার প্রসঙ্গে গত ১৯ সেপ্টেম্বর কামরূপ মহানগর জেলাশাসকের কার্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমে ঠিক হয়েছিল ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হবে। কিন্তু প্রস্তুতি নিতে এই কয়দিন বিলম্ব হয়েছে। ওই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলাশাসকের দফতর থেকে করোনা অতিমারি সংক্রান্ত যাবতীয় প্রটোকলের বিধি সংবলিত একটি গাইডলাইন মন্দির পরিচালন সমিতিকে প্রেরণ করে। জেলাশাসক কর্তৃক প্রদত্ত গাইডলাইন অনুযায়ী পাঁচ শতাধিক তীর্থযাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় হোল্ডিং এরিয়ার ব্যবস্থা করতে মন্দির পরিচালন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধেশ্বর মন্দির চত্বরকে সে অনুযায়ী তৈরি করেছেন। এর সাথে গাড়ি রাখার নবনির্মিত স্থানটিও ব্যবহার করা হবে। এ সব কাজ সম্পন্ন করতে এই কয়দিন সময় লেগেছে।

তবে দীর্ঘ ছয় মাস কামাখ্যা মন্দির বন্ধ থাকার পর আজ মন্দির খোলার পর স্বভাবতই খুশি ভক্তরা। মায়ের দুয়ারে মাথা ঠেকিয়ে বিশ্ববাসীকে করোনা সংকট থেকে মুক্তির প্রার্থনা করেছেন অনেকে।

## জঙ্গলে উদ্ধার শিশুর দত্তক নেয়া পারিবারের পাশে দাঁড়াল সামাজিক সংস্থা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ অক্টোবর।।** জঙ্গল থেকে উদ্ধারকৃত শিশুটির পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন গণপতি সামাজিক সংস্থা। গত নয়দিন পূর্বে মধুপুর বাজারের পশ্চিম পাশে জঙ্গলের মধ্যে একটি শিশু কন্যা সন্তানকে উদ্ধার করে এলাকার জনগণ। পরে চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দিলে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মধুপুর পুলিশের সহায়তায় চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠলে চাইল্ড লাইনের সাথে যোগাযোগ করে মধুপুর দাসপাড়া এলাকার মিঠুন বিশ্বাস সেই শিশুটিকে দত্তক হিসেবে নিজের বুকে টেনে নেয়। পরবর্তী সময়ে মিঠুন বিশ্বাস সেই শিশুটির নাম রাখলেন দিকসা বিশ্বাস বর্তমানে সেই শিশুটি পেয়ে পরিবারটি দারুণ খুশি আর সেই খবর পেয়ে আগৰতলা থেকে ছুটে আসে রবিবার বিকাল বেলা মিঠুন বিশ্বাসের বাড়িতে একটি সামাজিক সংস্থা। যাৰ নাম গণপতি সামাজিক সংস্থা। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সম্পাদক সুকান্ত ঘোষ, প্রদীপ দে অসীম দাসএবং মধুপুর এলাকার সমাজসেবক বিকাশ সাহা সহ সদস্যরা ওদিন তার বাড়িতে এসে সেই ছোট্ট শিশুটিকে দেখে আপ্লুত হয়ে যান। মিঠুন বিশ্বাস কে ধন্যবাদ জানান পরে তার হাতে নগদ অর্থ কাপড় এবং অনেক সামগ্রী তুলে দিয়ে সম্পাদক সুকান্ত ঘোষ জানান আমরা সর্বদা জনগণের পাশে থাকি এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই আগামী দিনেও থাকবো আমাদের এই সংস্থা তিনি আরো বলেন আজ বিশ্ব কন্যা সন্তান দিবস আমরা চাই মিঠুন বিশ্বাস এর মত সকলেই সমাজ যে এভাবে দাঁড়ালে সমাজ সচেতন হবে।

## গন্ডাছড়ায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১১ অক্টোবর।।** গন্ডাছড়া মহকুমার চাকমা সোসিও কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে রবিবার ২০২০ সালের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ন চাকমা ছাত্র ছাত্রীদের কৃতী সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিন মহকুমা এলাকার তের জন চাকমা কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের হাতে শংসাপত্র এবং ট্রপি দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। মহকুমার গাছ বাগান সিত জয় চন্দ্র চাকমা পাড়া জে.বি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপসিত ছিলেন সমাজসেবক বিকাশ চাকমা,সংগঠনের মহকুমা নেতৃত্ব সুভাষ চাকমা, নৃপন চাকমা, সাগর চাকমা, দুর্গাচরন চাকমা, চন্দ্রজয় চাকমা, চারু বিকাশ চাকমা প্রমুখরা। এই দিনের কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে ঘিরে ছাত্র ছাত্রী, অভিবাবকদের মধ্যে দারুন উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

## আন্তর্জাতিক শিশুকন্যা দিবস পালিত সিপাহীজলায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ অক্টোবর।।** সিপাহীজলা জেলা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শিশু কন্যা দিবস উদযাপন করা হয। আন্তর্জাতিক শিশু কন্যা দিবস অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রদীপ জ্বালিয়ে সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি হিসাবে নলছর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস । সম্মানিত অতিথি সিপাহীজলা জেলা শাসক বিশ্বশ্রী বি। সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি পিন্টু . আইস । অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন সিপাহী জলা জেলা সমাজ কল্যাণ দপ্তর আধিকারিক ডক্টর চন্দ্রানী বিশ্বাস । স্বাগত ভাষণে ডক্টর চন্দ্রানী বিশ্বাস বলেন সমাজ কল্যাণ সমাজ শিক্ষা দপ্তরের শিশুকন্যা যোগদানের গুরুত্ব কতটুকু সমাজ অধিকারে ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতি খুব ভালো। ত্রিপুরা বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও এই কর্মসূচি ২০১৫ সালের ২২শে জানুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত দিয়েই ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা তে শুরু হয়। ২০১৯ সালে এবং কুড়িটি রাজ্যে শিশুকন্যার হার ছেলেদের থেকে মেয়েদের সংখ্যা ভালো। আন্তর্জাতিক শিশু কন্যা দিবস সিপাহীজলা জেলার কর্মক্ষেত্রে এমন শিক্ষা, খেলাধুলা, সংস্কৃতি এবং কোভিড-১৯ যোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছেন ৪৫ জনকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক সিপাহীজলা জেলার মধ্যে ভাল রেজাল্ট করেছেন এমন ৩১ জন ছাত্রীকে আর্থিক অনুদান সহ মানপত্র এবং পুষ্টিকর খাবার তুলে দেওয়া হয। ৯ জন করোণা চলাকালীন সময়ের মধ্যে জীবন যুদ্ধকে বাজি করে কাজ করেছেন মহিলা ডাক্তারকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। মোট ৪৫ জনকে সম্মান পত্র তুলে দেওয়া হয়েছে রবিবার এই অনুষ্ঠানে।

### গন্ডি

● প্রথম পাতার পর

দেখা যাবে, আমেরিকা বা ব্রাজিলের মতো দেশে প্রতি দিন আক্রান্তের সংখ্যা ভারতের থেকে তুলনামূলক ভাবে কম। জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় আমেরিকায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫৪ হাজার ৬০০ জন। অন্য দিকে, আক্রান্তের নিরিখে বিশ্ব-তালিকায় তৃতীয় স্থানে থাকা ওই একই সময়ে ব্রাজিলে ১৪ হাজার ৯৪০ জন সংক্রমিত হয়েছেন। যদিও ওই আমেরিকা ও ব্রাজিলে আক্রান্তের মোট সংখ্যা যথাক্রমে ৭৭ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৩৩ এবং ৫০ লক্ষ ৭০ হাজার ৮২৮। তবে মৃতের সংখ্যায় ভারতকে পিঠনে ফেলে দিয়েছে আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৩৭০ জন কোভিড-রোগীর মৃত্যু হয়েছে। অন্য দিকে, ভারতে মৃতের মোট সংখ্যা ১ লক্ষ ৮ হাজার ৩৩৮। মৃতের সংখ্যার নিরিখে ভারতকে ছাপিয়ে গিয়েছে ব্রাজিলও। ওই দেশে এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৩৯ জন আক্রান্ত মারা গিয়েছেন।

### বাসিন্দারা

● প্রথম পাতার পর

এন্টি করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া উদ্ধার করা এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। ধর্মনগর পদ্মপুর থেকে বাইক চুরির ঘটনার সংবাদে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।উল্লেখ্য গত কিছুদিন পরেই ধর্মনগরের বিভিন্ন এলাকায় বাইক চুরির প্রবণতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

### ধলাই

● প্রথম পাতার পর

রোগী। বিনাচিকিৎসায় হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে।বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উত্তেজনা দেখা দেয়।পরিবারের লোকজনের অভিযোগ করেছেন চিকিৎসক কোন ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি সে কারণেই বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

### ৩৬১২জন

তিনের পাতার পর

বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৬৬৪৫জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৭৪জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৬৯৪জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪২ হাজার ৬১১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৬লাখ ৯৩হাজার ৬০০টি। এখন রাজ্যে ৮৯টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

াঙ্গন

# রোনালদো বিপদে হোটেল—ব্যবসা নিয়ে

করোনা চিন্তার ভাঁজ বাড়িয়েছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর কপালে। অবশ্য যে কারণ রোনালদোর দুশ্চিন্তা, সেটি সারা পৃথিবীর সব ব্যবসায়ীরই। মহামারি আকারে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এ রোগ মানুষের স্বাস্থ্য-জীবনের ওপর প্রভাব তো রেখেছেই, অর্থনীতিতেও সৃষ্টি করেছে মন্দা-অচলাবস্থা। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই ব্যবসা-বাণিজ্য মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এ মহামারির কারণে। রোনালদোর হোটেল ব্যবসাও এতে লাটে ওঠার জোগাড়।পেস্তানা হোটেল গ্রুপের মালিক দিওনিসিও পেস্তানার অংশীদার হয়ে ২০১৭ সালেই আবাসন শিল্পে নাম লিখিয়েছিলেন রোনালদো। পর্তুগালের অন্যতম বড় আবাসন নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার এই পেস্তানা। যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রোনালদো নতুন একনামে হোটেল চালু করেছেন, পেস্তানা সিআরসেভেন। বর্তমানে পেস্তানা সিআরসেভেন নামে দুটি হোটেল চালু আছে। একটি নিজের জন্মভূমি পর্তুগালের ফুনচালে, মাদেইরার কাছে, আরেকটা পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে। করোনার শুরুতে শোনা গিয়েছিল রোনালদো তাঁর হোটেল দুটি করোনারোগীদের আইসোলেশন সেন্টার তৈরির জন্য উন্মুক্ত করে দেবেন। তবে সেটি যে সত্যি নয়, তা জানা গিয়েছিল এর পরপরই। পেস্তানা হোটেল গ্রুপ বলেছিল, এ ধরনের কিছুতে জড়িত হওয়ার কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই।

রোনালদোর দুই হোটেলে এক রাত থাকার জন্য সর্বনিম্ন ১৫০ ইউরো (প্রায় ১৪ হাজার টাকা) থেকে ৩০০ ইউরো খরচ করতে হয়। বছরের বিভিন্ন সময়ে হোটেল কক্ষের ভাড়া ওঠানামা করে। এ ছাড়া আগে বুকিং করলেও পাওয়া যায় বিভিন্ন ছাড়। তবে যদি একটু ভালোভাবে থাকতে চান এবং পেস্তানা সিআর সেভেন হোটেলের প্রকৃত স্বাদ পেতে চান, সে ক্ষেত্রে এক রাতে এক হাজার ইউরো খরচ করতে হতে পারে। অর্থাৎ এক রাতের জন্য ৯২ হাজার টাকারও বেশি।করোনার কারণে ফুনচালের হোটেলটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গত মার্চ মাস থেকে তালা ওই হোটেলে। মাদেইরার পর্যটন শিল্পে এখন ধস নেমেছে, আয় কমে গিয়েছে ৮০ শতাংশের মতো। ফলে রোনালদোর হোটেলেও এখন থাকার মানুষ নেই, নেই কোনো নতুন পর্যটক। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, এই হোটেলটা হয়তো আর কখনই খুলবে না। ওদিকে লিসবনের হোটেলটা বন্ধ হয়ে না গেলেও, আয়নেই বললেই চলে। নিয়মিত ভাড়ার প্রায় অর্ধেক ভাড়া দিয়েও পর্যটক আকৃষ্ট করতে পারছে না হোটেলটি। আগে হোটেলের যে কক্ষে রাত্রিযাপন করার জন্য ১৫০ ইউরো লাগত, এখন সে ভাড়া কমে দাঁড়িয়েছে ৭৭ ইউরোয়।

# সহজ ম্যাচ কঠিন করে জিতলেন নাজমুলরা

নাজমুল একাদশকে খুব বড় লক্ষ্য দিতে পারেনি মাহমুদউল্লাহ একাদশ। ১৯৭ রান তাড়া করতে নেমে নাজমুল একাদশ ৭৯ রান তুলতেই হারিয়ে বসে ৫ উইকেট। ম্যাচটা যখন জমে যাওয়ার আভাসতখনই ষষ্ঠ উইকেটে ইরফান শুক্কুর-তৌহিদ হৃদয়ের প্রতিরোধ। এই জুটির সৌজন্যে ৪ উইকেটে হাতে রেখেই বিসিবি প্রেসিডেন্টস কাপের উদ্বোধনী ম্যাচ জিতল নাজমুল একাদশ।

মাহমুদউল্লাহ একাদশের মতো নাজমুল একাদশের টপ অর্ডারও ব্যর্থ। সাইফ হাসান, সৌম্য সরকার, নাজমুলতিন ব্যাটসম্যানই থিতু হয়েও পারেননি ইনিংস লম্বা করতে। নাজমুল একাদশের বড় তারকা মুশফিকুর রহিম ইবাদত হোসেনের অফ স্টাম্পের অনেক বাইরের বলটা খেলতে গিয়ে উইকেটে টেনে আনলেন। আউট হলেন মাত্র ১ রান করে। কিছু পরে মাহমুদউল্লাহর শিকার হয়ে আউট আফিফ (৪)। ৭৯ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বেশ চাপেই পড়ে যায় নাজমুল একাদশ।

ঠিক এ সময় ইরফান-তৌহিদের প্রতিরোধ। খাদের কিনার থেকে ১২৭ বলে ১০৫ রান যোগ করে এই জুটি। তৌহিদ ৫২ রানে আউট হলেও ম্যাচ শেষ করে আসেন ইরফান। বাঁহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান অপরাজিত ছিলেন ৭৮ বলে ৫৬ রানে।

পরীক্ষামূলক সিরিজটা আকর্ষণীয় করে তুলতে চেষ্টার কমতি নেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি)। বিসিবি প্রেসিডেন্টস কাপের উদ্বোধনী ম্যাচের প্রথম ইনিংস অবশ্য খুব বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেননি মাহমুদউল্লাহ একাদশের ব্যাটসম্যানরা। লিটন দাস-নাঈম শেখের ওপেনিং জুটি ভেঙেছে ১৭ রানে। আল আমিন-তাসকিন আহমেদের অসাধারণ বোলিংয়ে ২১ রানেই ৩ উইকেট হারিয়ে এলোমেলো তাদের টপ অর্ডার।একটু তো জড়তা থাকবেই। আমার ধারণা, একটা করে ম্যাচ হয়ে যাওয়ার পরে খেলোয়াড়েরা আরও ছন্দে ফিরতে পাব. বে।ই মব.ল কায়েস-মাহমুদউল্লাহর চতুর্থ উইকেট জুটি ৭৩ রান যোগ করে স্কোরটা ভদ্রস্থ করার সম্ভাবনা জাগিয়েছিল। ইমরুল এগোচ্ছিলেন বেশ স্বচ্ছন্দে। লম্বা ইনিংস তাঁর কাছে পাওনাই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নাঈম হাসানকে স্কয়ার লেগ দিয়ে উড়িয়ে মারতে গিয়েই শেষ সেই সম্ভাবনা, সাইফ হাসানের ক্যাচ হয়ে আউট হয়েছেন ৪০ রান করে।

অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ তবু দলকে ভালো স্কোর এনে দেওয়ার প্রত্যয়েই এগোচ্ছিলেন। মুকিদুল ইসলামকে তিনিও (৫১) স্কয়ার লেগ দিয়ে উড়িয়ে মারতে গিয়ে ক্যাচ হলেন আফিফ হাসানের হাতে। নুরুল হাসানের শিশুতোষ রানআউট কিংবা মুকিদুলের দুর্দান্ত ফিরতি ক্যাচ হয়ে সাব্বির রহমান (২২) ফিরে যাওয়ায় লোয়ার মিডল অর্ডার বলার মতো অবদান রাখতে পারেনি স্কোরটা বড় করতে। ৪৭.৩ ওভারে ১৯৬ রান করে অলআউট মাহমুদউল্লাহ।

মিরপুরের উইকেট আজ ভালো ছিল বলেই দাবি বিসিবির কর্মকর্তাদের। তবু কম রানের ম্যাচ নিয়ে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসানের পর্যবেক্ষণটা হচ্ছে, ‘এখানে দুটি জিনিস আমার মনে হয়েছে। একটা হলো অনুশীলন ম্যাচ যে দুটি দেখেছি সেগুলোর তুলনায় আজ বল কিছুটা নিচু হয়ে যাচ্ছিল দেখলাম। বৃষ্টি একটা নিয়ামক হতে পারে, আমি নিশ্চিত নই।

তবে বৃষ্টিটা হওয়ার পর মনে হয়েছে ফাস্ট বোলারদের বল একটু লো হয়ে যাচ্ছিল।’বিশ্লেষণে আরেকটা দিকও উঠে এসেছে বিসিবি সভাপতির চোখে, ‘আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এত দিন পরে খেলা হচ্ছে। একটা টুর্নামেন্ট, কেউ তো হারতে চায় না, সবাই জিততে চায়। একটু তো জড়তা থাকবেই। আমার ধারণা, একটা করে ম্যাচ হয়ে যাওয়ার পরে খেলোয়াড়েরা আরও ছন্দে ফিরতে পারবে।’

# সেই তেওয়াতিয়ায় এবার পিষ্ট ওয়ার্নারের হায়দরাবাদ



সেদিন ছক্কার ঝড় তুলেছিলেন। আজ ছক্কা কম, চার বেশি। সেদিন সঙ্গে পেয়েছিলেন সঞ্জু স্যামসনকে, আজ পেলেন রিয়ান পরাগকে। কিন্তু প্রশ্ন যখন চাপের মুহূর্তে পাল্টা আক্রমণে দলকে জেতানোর, রাহুল তেওয়াতিয়া রইলেন একই !গত ২৭ সেপ্টেম্বর কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের বিপক্ষে ৭ ছক্কায় ৩১ বলে ৫৩ রান করেছিলেন, মূলত শেষ তিন ওভারে ঝড় তুলে সেদিন পাঞ্জাবের ২২৩ রানের লক্ষ্য পেরিয়ে রাজস্থান রয়্যালসকে রেকর্ডগড়া জয় এনে দিয়েছিলেন তেওয়াতিয়া। আজ রেকর্ড-টেকর্ড হওয়ার সুযোগ ছিল না, আগে ব্যাট করে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ করেছিল ১৫৮ রান। কিন্তু সেটির জবাবে ৭৮ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে রাজস্থান। সেখান থেকে দলকে জেতালেন তেওয়াতিয়া ও পরাগ। দুজনের ঝোড়ো দুই ইনিংসে ১ বল হাতে রেখে ডেভিড ওয়ার্নারের হায়দরাবাদকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে রাজস্থান।তেওয়াতিয়া-পরাগ দুজনেরই ইনিংসে স্ট্রাইক রেট ১৬০-এর ওপর। ২৬ বলে ২ চার ২ ছক্কায় ৪২ রান পরাগের, ২৮ বলে ৪ চার ২ ছক্কায় তেওয়াতিয়ার রান ৪৫। দুজন মিলে ৪৭ বলে অবিচ্ছিন্ন ৮৫ রানের জুটিতে শেষ ২৪ বলে তুলেছেন ৬৪ রান!দলে বেন স্টোকস, স্টিভ স্মিথ, জস বাটলার আছেন। সঞ্জু স্যামসনেরও ছক্কা-টক্কা মারায় খ্যাতি আছে। কিন্তু এবারের আইপিএলে দারুণ রোমাঞ্চকর দুই ম্যাচে জিতিয়ে রাজস্থানের নায়ক বনে যাচ্ছেন তেওয়াতিয়া! ১২তম ওভারের শেষ বলে পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে সঞ্জু স্যামসন আউট হওয়ার পর যখন ক্রিজে নামেন তেওয়াতিয়া, তখনো রাজস্থানের দরকার ৪৮ বলে ৮০ রান।

ক্রিজের অন্যপ্রান্তে ততক্ষণে রিয়ান পরাগও যে খুব একটা থিতু হয়েছেন, তা-ও নয়। তেওয়াতিয়া যখন নামছেন, দশম ওভারের প্রথম বলে রবিন উথাপ্পা আউট হওয়ার পর ক্রিজে নামা পরাগের রান তখন ৭ বলে ৫ !তাঁদের পর আর সেভাবে ব্যাটসম্যান নেই, জফরা আর্চার একটু-আধটু ব্যাট চালাতে পারেন। তেওয়াতিয়া-পরাগ মিলেই তাই দায়িত্বটা তুলে নেন ম্যাচ শেষ করে আসার। কী দারুণভাবেই না সেটি করেছেন দুজন! ১১.৬ থেকে ১৫.৫প্রথম ২৩ বলে দুজনে তেমন ঝুঁকিই নেননি, মারেননি কোনো চার-ছক্কা। ওই ২৩ বলে তেওয়াতিয়া-পরাগের জুটিতে রান এসেছে মাত্র ২১টি।১৬তম ওভারের শেষ বলে খলিল আহমেদের শর্ট বলে ৯৭ মিটার লম্বা এক ছক্কা মেরে ‘বাউন্ডারি খরা’ ঘোচান ওই ওভারের তৃতীয় বলেই ক্যাচ দিয়ে বেঁচে যাওয়া পরাগ। ওই ওভার শেষে রাজস্থানের দরকার ছিল ২৪ বলে ৫৪ রান। এক ওভার আগেও যে সমীকরণ ছিল৫ ওভারে দরকার ৬৫ রান।

আগে ব্যাটিং করা সানরাইজার্সের হয়ে মনিশ পান্ডে, কেন উইলিয়ামসন ও প্রিয়ম গার্গ ঝড় তুলে শেষ ৫ ওভারে তুলেছিলেন ৬২ রান। তেওয়াতিয়া-পরাগ ঝড় তুলতে পারলে তাই সমীকরণটা একেবারে অসম্ভব ছিল না। ১৬তম ওভারের শেষ বলে পরাগের ওই ছক্কাই যেন বুঝিয়ে দিল, তেমনই পরিকল্পনা তেওয়াতিয়া-পরাগের। পেছন তাকিয়ে বোঝা যায়, ওই ছক্কাই পূর্বাভাস দিলঝড় আসছে! ম্যাচের পর পরাগও জানিয়েছেন, ১৬তম ওভার থেকেই আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। পরাগ আগের ওভারের শেষ বলে ছক্কা মেরেছেন, তেওয়াতিয়া ১৭তম ওভারের প্রথম বলে সন্দীপ শর্মাকে উড়িয়ে মারলেন লং-অন গ্যালারিতে। ওই ওভারে পরাগের দুটি চার মিলে এল ১৮ রান। সমীকরণ ১৮ বলে দরকার ৩৬ রান।

কিন্তু তখনো আগের ৩ ওভারে ১১ রানে ২ উইকেট নেওয়া রশিদ খানের এক ওভার বাকি, এক ওভার বাকি ৩ ওভারে ২৫ রানে ২ উইকেট নেওয়া খলিল আহমেদেরও। হায়দরাবাদের হয়ে উইকেট পেয়েছেন শুধু এই দুই বোলারই।হায়দরাবাদ অধিনায়ক ওয়ার্নার ১৮তম ওভারটা দিলেন রশিদকেই। কিন্তু ঝড়ের মুডে থাকা তেওয়াতিয়া যে পাত্তাই দিলেন না আফগান লেগস্পিনারকে! টানা তিন বলে চার মারলেন তেওয়াতিয়া, ওই ওভারে এল ১৪ রান। টানা তিন চার মারার পর পঞ্চম বলে অবশ্য ভাগ্যও সঙ্গ দিয়েছে তেওয়াতিয়াকে, উইকেটকিপারের হাতে ক্যাচ দিয়ে তো বেঁচেছেনই, সেই সঙ্গে তাঁকে স্টাম্পিংয়ের সুযোগও হারিয়েছেন হায়দরাবাদ উইকেটকিপার বাটলার।১৯তম ওভারে আবার তেওয়াতিয়ার এক চার ও এক ছক্কা মিলে এল ১৪ রান। শেষ ওভারে তাই সমীকরণটা অনেক সহজ হয়ে যায়৬ বলে দরকার ৮ রান। খলিল আহমেদের করা প্রথম চার বলেই এল ৬ রান। পঞ্চম বলে স্ট্রাইকে থাকা পরাগকে অফ স্টাম্পের বাইরে ফুল টস দেন খলিল, ওই মুহূর্তে ওসব ডেলিভারি কি আর পাত্তা পাওয়ার মতো! ইনসাইড-আউটে কাভার বাউণ্ডারির ওপর দিয়ে বিশাল ছক্কায় জয় নিশ্চিত করেন পরাগ।এর আগে ডেভিড ওয়ার্নারের ৩৮ বলে ৪৮, মনিশ পান্ডের ৪৪ বলে ৫৪ ও উইলিয়ামসনের ১২ বলে ২২ রানের সৌজন্যে ১৫৮ রান করে হায়দরাবাদ। জবাবে স্টোকস (৫), বাটলার (১৬), স্মিথ (৫) হলেন ব্যর্থ, ভালো করতে পারেননি স্যামসন (২৬) ও উথাপ্পাও (১৮)। অবশ্য তাঁরা ভালো করতে পারেননি বলেই তো তেওয়াতিয়া-পরাগের ইনিংস দুটি এত রোমাঞ্চ ছড়াল!

# গ্র্যান্ড স্লামে নাদাল—জোকোভিচের সেরা ৬ লড়াই



৫৬তম বারের মতো টেনিস কোর্টে মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন রাফায়েল নাদাল ও নোভাক জোকোভিচ। এখনো চোখে লেগে আছে বা কখনোই মানুষ ভুলতে পারবে নানাদাল-জোকোভিচের এমন লড়াইয়ের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে এই দুই তারকার লড়াইয়ের আগে দেখে আসা যাক গ্র্যান্ড স্লামে তাঁদের সেরা ছয়টি টেনিস অমরাবতীর গল্প।

গ্র্যান্ড স্লামের ইতিহাসে দীর্ঘতম ফাইনাল এটি। ম্যাচটি শেষ হতে সময় লেগেছিল ৫ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট। পঞ্চম সেটে ৪-২-এ পিছিয়ে পড়েছিলেন নোভাক জোকোভিচ। তবে রাফায়েল নাদাল ও জোকোভিচের টানা তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনালটি শেষ পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতে নেন জোকোভিচই। এই জয়ে নাদালের বিপক্ষে টানা জয়ের সংখ্যাটাও সাতে নিয়ে যান সার্বিয়ান তারকা। এটাই তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা ম্যাচ কি নাএই প্রশ্নের উত্তরে জোকোভিচ বলেছিলেন, ‘আমি এটাকেই সেরা বলব। আর এটা শুধু এই কারণে যে ম্যাচটি আমরা প্রায় ৬ ঘণ্টা ধরে খেলেছি। এটা ছিল অসাধারণ এক ব্যাপার। আর নাদালের কথা? ‘শারীরিক দিক থেকে আমার খেলা সবচেয়ে কঠিন ম্যাচ ছিল এটা’বলেছেন স্পেনের তারকা।

এই ম্যাচ দিয়েই ২০০৯ সালে রবিন সোদারল্যান্ডের পর প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে রোলাঁ গারোর লাল দুর্গে রাফায়েল নাদালকে হারিয়েছেন জোকোভিচ। ম্যাচটি জিতে নিজের ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের আশা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন সার্বিয়ান তারকা। কিন্তু ফাইনালে তিনি হেরে যান সুইস স্তানিস্লাস ভাভরিঙ্কার কাছে। তবে পরের বছরই জোকোভিচ অ্যান্ডি মারেকে হারিয়ে নিজের প্রথম ফ্রেঞ্চ ওপেন জেতেন।নাদালের বিপক্ষে ২০১৫ সালের কোয়ার্টার ফাইনাল জয় নিয়ে জোকোভিচ বলেছিলেন, ‘নিশ্চিতভাবেই এটা বড় এক জয়, ম্যাচটি আমি অনেক দিন মনে রাখব।’ ম্যাচ শেষে নাদালের কথা ছিল, ‘খুব সহজ কথা, এ ম্যাচে সে আমার চেয়ে ভালো খেলেছে।’উইম্বলডনে যাওয়ার আগে ফ্রেঞ্চ ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে বিস্ময়করভাবে সেই সময়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের ৭২ নম্বরে থাকা ইতালিয়ান মার্কো চেক্কিনাতোর কাছে হেরে গিয়েছিলেন জোকোভিচ। এরপর তো তিনি উইম্বলডনে খেলতে না যাওয়ার কথাও ভাবছিলেন।

শেষ পর্যন্ত উইম্বলডনে গেছেন জোকোভিচ এবং সেমিফাইনালে নাদালের সঙ্গে লিখলেন আরেকটি টেনিস-অমরাবতী। পঞ্চম সেটে পাঁচটি ব্রেক পয়েন্ট বাঁচিয়ে হারিয়ে দিলেন নাদালকে। ৫ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের ম্যাচটি শেষে জোকোভিচ বলেছিলেন, ‘আমার ক্যারিয়ারের অন্যতম দীর্ঘ ম্যাচ ছিল এটা। আমি খুব খুশি।’ নাদালের প্রতিক্রিয়া ছিল এ রকম, ‘আমি আসলে আমার মধ্যেই যেন ছিলাম না!’

বৃষ্টির বাধায় পড়া ফাইনালটি শেষ হয়েছিল দুই দিনে। নাদাল দুটি সেট জেতার পর টানা আটটি গেম জেতেন জোকোভিচ। নিজেকে গুছিয়ে নিতে নাদাল একটু বিরতি নেন। নাদালকে ঘুরে দাঁড়াতে সময় দিয়েছিল বৃষ্টিও। জোকোভিচ তৃতীয় সেটটি জয়ের পর বৃষ্টিতে আর প্রথম দিন খেলা হয়নি। ২-১-এ এগিয়ে থেকে পরের দিন আবার খেলা শুরু করেন নাদাল। ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতে নেন ৩ ঘণ্টা ৪৯ মিনিটের লড়াই।ম্যাচ শেষে নাদাল বলেছিলেন, ‘আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই টুর্নামেন্টের শিরোপা জিততে পারা সম্মানের বিষয়। এটি আমার কাছে স্মরণীয় এক মুহূর্ত।’

জোকোভিচ হারের দায় চাপিয়েছেন আবহাওয়ার ওপর, ‘কন্ডিশন ভালো ছিল না। কিন্তু এটা কারও দোষ নয়। আর আজকে আমার হেরে যাওয়ার কারণও এটা নয়।’জোকোভিচের সামনে হাতছানি ছিল অষ্টম খেলোয়াড় হিসেবে ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের কীর্তি গড়ার। আর নাদালের ছিল ফ্রেঞ্চ ওপেনে অষ্টম শিরোপা জয়ের লক্ষ্য। ওই মৌসুমের শুরুর দিকে মন্তে কার্লোর ক্লে কোর্টে নাদালকে হারিয়ে কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন জোকোভিচ। কিন্তু রোলাঁ গারোর সেমিফাইনালে প্রথম তিন সেটের দুটি জিতে এগিয়ে যান নাদাল। চতুর্থ সেটেও ৬-৫-এ এগিয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় জোকোভিচ ঘুরে দাঁড়িয়ে চতুর্থ সেটটি জিতে নন। পঞ্চম সেটেও এগিয়ে যান ৪-২-এ। তবে শেষ পর্যন্ত ক্লে কোর্টের রাজা নাদালের সঙ্গে পেরে ওঠেননি।ম্যাচ শেষে প্রতিপক্ষ জোকোভিচকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন নাদাল, ‘নোভাককে অভিনন্দন। সে অসাধারণ এক খেলোয়াড়। আমি নিশ্চিত একদিন সে রোলাঁ গারোতে শিরোপা জিতবে।’ জোকোভিচ বলেছিলেন, ‘অসাধারণ একটি ম্যাচ হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি হতাশ। তবে তাকে (নাদাল) অভিনন্দন। এ অবস্থা থেকেও ম্যাচ জিততে পারে বলেই সে চ্যাম্পিয়ন।’ফ্রেঞ্চ ওপেন ফাইনাল, ২০১৪ফল: নাদাল ৩-৬, ৭-৫, ৬-২, ৬-৪আরও একবার জোকোভিচকে ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লাম জয় থেকে বঞ্চিত করলেন নাদাল। আর জোকোভিচকে হারিয়ে তিনি হয়ে হেলেন নির্দিষ্ট একটি গ্র্যান্ড স্লামে সর্বোচ্চ ৯টি শিরোপা জেতা প্রথম খেলোয়াড়। সব মিলিয়ে এটা ছিল তাঁর ১৪তম গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা। প্রথম সেটটি জিতলেও নাদালের কাছে সেবারের ফাইনালে উড়েই গিয়েছিলেন জোকোভিচ।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020


## লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ, নানাজি দেশমুখকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি. স.): লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের ১১৮ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।রবিবাসরীয় সকালে নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, বীরত্বের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ।গণতন্ত্রের ওপর যখন আক্রমণ করা হয় তখন তার প্রতিবাদে বিশাল গণআন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তিনি। দেশের উন্নয়ন এবং জনগণের স্বার্থের উর্ধে অন্য কিছুকে বাখেননি।জয়প্রকাশ নারায়ণের বিশ্বস্ত অনুগামী তথা মহান সমাজকর্মী নানাজি দেশমুখের ১০৪ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী।নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, জয়প্রকাশ নারায়ণের বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন মহান নানাজি দেশমুখ। জয়প্রকাশ এর ভাবনা এবং আদর্শকে সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি নিরলস ভাবে পরিশ্রম করে গিয়েছেন।গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে তাঁর অবদান আজও অনুপ্রাণিত করে চলেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। এমনকি সাতের দশকের মধ্যভাগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জারি করা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক গণ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তিনি।

## ভারতে ৭০ লক্ষ ছাড়ালো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি. স.): ভারতজুড়ে করোনার দৌরাত্ম্য অব্যাহত।প্রত্যেকদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা।বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে দেশজুড়ে আক্রান্ত হয়েছে ৭৪, ৩৮৩।নিহত ৯১৮ বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক।
রবিবাসরীয় সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে যে সব মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮০৭। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৯৬।দেশজুড়ে এখনো পর্যন্ত সুস্থ হয়ে উঠেছে ৬০ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৭৭। মৃতের সংখ্যা সবমিলিয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ০৮ হাজার ৩৩৪। করোনায় সব থেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের।সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৪৭।এই রাজ্যের সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে ১২ লক্ষ ২৯ হাজার ৩৩৯। এর পরেই রয়েছে কর্ণাটক। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৭০। বাম শাসিত কেরলে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৯১ হাজার ৮৪১। সুস্থ হয়ে উঠেছে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩০৪।

## ছুটির সকালে ফের মেট্রোয় আত্মহত্যার চেষ্টা

কলকাতা,১১ অক্টোবর (হি স): করোনা আবহে যাত্রী নিয়ে ফের যাত্রা শুরু করেছে কলকাতা মেট্রো। কিন্তু মেট্রো চালু হতে না হতেই ফের মেট্রো স্টেশনে আত্মহত্যার চেষ্টা। রবিবার ছুটির সকালে বেলগাছিয়া স্টেশনে মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ এক তরুণীর। আত্মহত্যা করার চেষ্টায় থমকে যায় মেট্রো পরিষেবা। যাত্রীদের সুবিধার্থে এখন সোম থেকে শনির পাশাপাশি রবিবার করেও চলছে মেট্রো।

রবিবার উষাবাজার দুর্গা প্যান্ডেলের তোলা ছবি।

## টানা ছয় মাস পর খুলেছে শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিরের কপাট, সকাল থেকেই মাতৃ দর্শনে ভক্তকুলের ভিড়

গুয়াহাটি, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : টানা ছয় মাস পর ভক্তকুলের জন্য গুয়াহাটির নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত বিশ্বখ্যাত শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিরের কপাট। রবিবার সকাল ৮.০০টায় মন্দিরের মূল দরজা খুলেছে। আজ মাতৃ দর্শন ও পুজো দেওয়ার জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হবে এ খবর আগে থেকে প্রচার করা হয়েছিল। সে অনুযায়ী ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সকাল থেকে অসংখ্য ভক্ত-দর্শনার্থী মায়ের আশীর্বাদ নিতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে গত ২০ মার্চ থেকে শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধাম বন্ধ রাখা হয়েছিল। এর পর জারি হয় লকডাউন। আনলকের কয়েকটি দফায়ও মন্দির খোলা হয়নি। অবেশষে বহু টানাপোড়েনের পর কামরূপ জেলা প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া বিধি বলে মন্দির খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কামাখ্যা দেবালয় পরিচালন সমিতি। এ প্রসঙ্গে মন্দিরের প্রধান দলই কবীন্দ্র প্রসাদ শর্মা জানান, ভক্তদের মন্দির পরিক্রমা করে খুব শীঘ্রই ঘুরে যেতে হবে। এক জনের জন্য সর্বাধিক ১৫ মিনিট সময় ধার্য করা হয়েছে। তিনি জানান, পরিক্রমা করার জন্য ছোট ছোট ছোট গ্রুপ করে দেওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গত গত ৮ জুন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশে রাজ্য সরকার কিছু কিছু মঠ ও মন্দির খোলার ছাড়পত্র দিয়েছিল। কিন্তু কোভিড সংক্রমণের কথা ভেবে কামাখ্যা মন্দির পরিচালন সমিতি মন্দির বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অবশেষে আজ (১১ অক্টোবর) থেকে ভক্তদের জন্য মন্দিরের দরজা খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। কামাখ্যা মন্দির পরিচালন সমিতি। তবে মূল মন্দিরের গর্ভ গৃহ বন্ধ থাকবে। প্রধান দলই কবীন্দ্র প্রসাদ শর্মা জানান, দেবালয় পরিচালন সমিতি ও জেলা প্রশাসনের আলোচনা অনুসারে সরকারি নীতি ও কোভিড প্রটোকল মেনে মন্দির খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে ভক্তবৃন্দ এবং অন্যদের সরকার ও মন্দির প্রশাসনের গাইড লাইনগুলি কঠোরভাবে পালন করতে হবে।
তনি জানান, আজ থেকে প্রতিদিন কামাখ্যা মন্দিরের দরজা সকাল ৮ টা থেকে সূর্যাস্ত অবধি খোলা থাকবে। তবে আসন্ন দুর্গা পুজো ও নবরাত্রির সময় এই নির্ঘন্টের অদল-বদল হতে পারে। কামাখ্যা মান্দিরে যাওয়ার আগে নীলাচল পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত নার্সারি সংলগ্ন স্থানে স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল ক্যাম্পে ভক্তদের কোভিড-১৯-এর জন্য র্যা পিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষা (আরএটি) করতে হবে। যাঁরা সর্বশেষ তিনদিনের মধ্যে কোভিড-১৯-এর পরীক্ষা করিয়েছেন তাঁরা সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট বা প্রমাণপত্র দেখানোর পর মন্দিরের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন। মন্দির চত্বরে পৌঁছনোর পর ভক্তদের উপস্থিত সুরক্ষা কর্মীদের তাঁদের রিপোর্ট ইত্যাদি প্রদর্শন করাতে হবে। এর পর আগে গিয়ে ছিন্নমস্তা / কামেশ্বর মন্দিরের সামনে অবস্থিত অন্নক্ষেত্র অফিস থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে মন্দিরের দিকে এগোতে থাকলে থার্মাল স্ক্রিনিং এবং স্যানিটেশন চেম্বার পাওয়া যাবে। সেখানকার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেই মন্দিরে যেতে হবে ভক্তকুলের।

ছয়ের পাতায় দেখুন

## দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ : জগতপ্রকাশ নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি. স.): লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা।কিংবদন্তি এই নেতাকে স্মরণ করতে গিয়ে জগতপ্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছেন, দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ।
রবিবার একদিনের জন্য বিহার সফরে এসেছেন জগতপ্রকাশ নাড্ডা। নির্বাচনী প্রচার এবং দলীয় নেতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের মাঝে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিজেপি সভাপতি। পরে ঘুরে দেখেন জয়প্রকাশের বাসভবন। এই উপলক্ষে বিজেপি সভাপতি জানিয়েছেন, মহান নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের বাসভবন পরিদর্শন করার সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত।জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ দেশের তরুণ প্রজন্মকে পূর্ণাঙ্গ আন্দোলনের ডাক দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। গ্রামীণ এবং কৃষকদের উন্নয়নের জন্য নিজের জীবনকে সমর্পিত করেছিলেন তিনি। দেশ গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

## পাঁচ রাজ্যের উপনির্বাচনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি. স.): গুজরাট, ঝাড়খন্ড, ওডিশা,ছত্তিশগড়, মণিপুর বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের নাম রবিবার ঘোষণা করেছে বিজেপি। এদিন দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং লিখিত বিবৃতি জারি করে প্রার্থীদের নামগুলি ঘোষণা করেন। ছত্তিশগড় বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য একজন, গুজরাটের জন্য সাতজন, ঝাড়খন্ডে দুজন, মণিপুরে চারজন,ওডিশায় দুজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে বিজেপির তরফ থেকে।
শনিবার রাতে রাজধানী দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন সমিতির বৈঠক বসে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডার নেতৃত্বে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করি প্রমুখ। যে সকল বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে তারা হলেন। ছত্তিশগড়- এ মর্বাহি কেন্দ্রের প্রার্থী করা হয়েছে গম্ভীর সিং। গুজরাটের আবদাহ, মর্বি, ধারি, গধাদা, কর্জন, দংস্ক, কোপ্রদা কেন্দ্রে যথাক্রমে প্রার্থী করা হয়েছে প্রদ্যুম্ন সিং জাদেজা, ব্রজেশ মির্জা, জে বি কাকদিয়া, আত্মারাম পর্মার, অক্ষয় প্যাটেল, বিজয় প্যাটেল, জিতু ভাই চৌধুরী। ঝাড়খণ্ডের বেরমো ও দুমকা কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে যোগেশ্বর মাহাত, লুইস মারান্ডি। ওডিশার বালাসোর এবং তিরতল বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করা হয়েছে মানস কুমার দত্ত, রাজকিশোর বেহেরা।

# জয়প্রকাশ নারায়ণ ও নানাজি দেশমুখকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি. স.): লোক নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং নানাজি দেশমুখের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে টুইট করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। রবিবাসরীয় সকালে নিজের টুইট বার্তায় উপরাষ্ট্রপতি লিখেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা ভারতের উচ্চমানের নেতা লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। গণতন্ত্রের রক্ষার্থে তাঁর লড়াই এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের জন্য দেশবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি। অবিচার এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তিনি দেশের যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। সেই সময় বহুৎ যুবককে অনুপ্রাণিত করেছিলেন রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার জন্য। দেশে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের নায়ক ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। মহান সমাজকর্মী নানাজি দেশমুখকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে উপরাষ্ট্রপতি নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, মহান সমাজকর্মী এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতা নানাজি দেশমুখের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। নিজের গোটা জীবন দেশ সেবায় নিয়োজিত করে গিয়েছেন তিনি।
প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের উন্নয়ন এবং গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তিনি নিরলসভাবে কাজ করে গিয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। এমনকি সাতের দশকের মধ্যভাগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জারি করা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক গণ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তিনি।

## পাকিস্তানে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল মন্দির, নিন্দায় সরব আন্তর্জাতিক মহল

লন্ডন, ১১ অক্টোবর (হি. স.): পাকিস্তানের সিন্ধ- এ হিন্দু মন্দির ভাংচুরের ঘটনায় নিন্দা আন্তর্জাতিক মহল। শনিবার সিন্ধ বাড়িনে একটি হিন্দু মন্দির ভেঙে ফেলা হয়। জানা গিয়েছে বাড়িনের কারিও গানওয়ার এলাকায় একটি হিন্দু রামমন্দিরে ভাঙচুর করা হয়। এই প্রসঙ্গে লন্ডন নিবাসী পাকিস্তানি মানবাধিকারকর্মী অনিলা গুলজার জানিয়েছেন, চরম নিন্দনীয় কাজ হয়েছে।নৃশংস ধ্বংস প্রক্রিয়ার চরণ নিন্দা করছি। সিন্ধ- এ সবমিলিয়ে ৪২৮ টি মন্দির ছিল। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র কুড়িটিতে।উল্লেখ করা যেতে পারে পাকিস্তানে বারে বারে নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে হিন্দুদের। সেখানে ভেঙে দেওয়া হয়েছে বহু হিন্দু মন্দির। হিন্দু মেয়েদের জোর করে ধর্মান্তকরণ করা হয়েছে।এ বিষয়ে বারেবারে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে ভারতের তরফে।

## হাথরাস কাণ্ডে এফআইআর দায়ের সিবিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি. স.): হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে রবিবার সকালে এফআইআর দায়ের করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সিবিআইয়ের গাজিয়াবাদ ইউনিটের আধিকারিকরা এই মামলার তদন্ত করবে বলে জানা গিয়েছে।উল্লেখ করা যেতে পারে এই মামলার তদন্ত এতদিন পর্যন্ত করছিল উত্তরপ্রদেশ সরকারের দ্বারা গঠিত সিট। অবশেষে বিরোধীদের চাপে পড়ে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করে উত্তরপ্রদেশ সরকার।রাজ্য পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে দাবি করা হয় যে ফরেনসিক রিপোর্ট এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ধর্ষণের কথা উল্লেখ নেই। যদিও নিগৃহীতা নিজের মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে ধর্ষণের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এদিকে ইতিমধ্যেই নিগৃহীতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বডরা এবং প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী।

## দলিত নির্যাতন প্রসঙ্গে ফের সরব রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি. স.): হাথরাস কাণ্ড নিয়ে ক্রমাগত উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব কংগ্রেস।ইতিমধ্যেই ধর্ষণকাণ্ডের তদন্ত শুরু করে দিয়েছে সিবিআই। তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত রাজনৈতিক আক্রমণ শানিয় চলেছে।রবিবাসরীয় সকালে রাহুল গান্ধী নিজের টুইটারে লিখেছেন, লজ্জাজনক সত্য এটাই যে বহু ভারতীয় দলিত, মুসলমান এবং আদিবাসীকে মানুষ বলে মনে করে না। মুখ্যমন্ত্রী এবং তার পুলিশ বলে চলেছে কেউ ধর্ষিতা হয়নি। আসলে তাদের এবং বেশিরভাগ ভারতীয়দের জন্য নিগৃহীতাকেও ছিল না।
উল্লেখ করা যেতে পারে হাথরাসে ধর্ষণকাণ্ডে নিগৃহীতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছেন প্রিয়াংকা গান্ধী বডরা এবং রাহুল গান্ধী।ইতিমধ্যেই গোটা বিষয়টি তদন্ত করছে সিবিআই।

## বিহারে ৫০টি আসনে প্রার্থী দেবে শিবসেনা : অনিল দেশাই

মুম্বই, ১১ অক্টোবর (হি. স.): আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। জোর কদমে চলছে প্রচারের কাজ।মূলত জেডিইউ-বিজেপি বনাম কংগ্রেস-আরজেডির মধ্যে লড়াই হলেও বিহার বিধানসভার প্রার্থী দেবে শিবসেনা। দলের সাংসদ অনিল দেশমুখ জানিয়েছেন, আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ৫০ টি আসনে প্রার্থী দেবে শিবসেনা। পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে নির্বাচনে লড়তে শিবসেনা কোন দলের সঙ্গে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।